চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • সোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 September, 2020 ■ আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আরও নয়জনের মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে সোয়াশ

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত আরও নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তাতে মৃতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১২৫। প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃতের ঘটনায় পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নিচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দফতরের জারি মিডিয়া বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত ৭২,০৬৫ জন করোনা আক্রান্ত সন্দেহে নজরদারিতে ছিলেন। তাদের মধ্যে ১৪ দিন সময়সীমা অতিক্রম করেছেন ৬৮,১৪১ জন। বর্তমানে গৃহে একান্তবাসে রয়েছেন ৩৬১৫ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রয়েছেন ৩০৯ জন। এদিকে, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২,৮০,৫৮২ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাতে, ২,৭৯,৫৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা হয়েছে ১,৩৭,৮৩৬টি এবং এন্টিজেন টেস্ট হয়েছে ১,৪১,৭০১টি। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট-এ দাবি, আরটি-পিসিআর টেস্টে ৪৫০০ এবং এন্টিজেন টেস্টে ৮২২২ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১২,৭২২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ত্রিপুরা-তে আছেন ১২,৭০২ জন। ২০ জন করোনা আক্রান্ত বর্তমানে ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। এছাড়া ৮০৩৩ জন এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫৪১। এদিকে, ১২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তাতে, আজকে নয় জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের হার ০.৯৮ শতাংশ। এছাড়া, ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ সংক্রমনের হার ৪.৫৫ শতাংশ, সুস্থতার হার ৬৩.২৪ শতাংশ এবং প্রতি লাখে পরীক্ষা হয়েছে ৬৯,৯২৬।

বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে ফিরলেন আরও ৩৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। করোনা-র প্রকোপে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তাই, বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে আটকে থাকা ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আজ বুধবার পঞ্চম দফায় ৩৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরেছেন। তাতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৪৩৭ জন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরায় ফিরেছেন।

ইতিপূর্বে বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় প্রথম দফায় বাংলাদেশে আটকে থাকা ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক গত ২৮ মে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছিল। তাঁদের সংস্পর্শে গিয়ে আগরতলা আইসিপিতে ৬ জন বিএসএফ এবং একজন চিকিৎসক সহ ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় ২৮৮ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করেছিল বিদেশ মন্ত্রক। তাঁদের মধ্যে ১৮ জুন দুই শিশু সহ ১২২ জন এবং ১৯ জুন আরও ১২৩ জন ত্রিপুরার নাগরিক আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার আরও দুই বিজেপি সদস্য করোনায় সংক্রমিত

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। ত্রিপুরা বিধানসভার আরও দুই বিজেপি সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।কল্যাণী রায় এবং সুধাংশু দাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের করোনা সংক্রমিতের খবর দিয়েছেন। সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত সাত বিধায়ক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই শাসকদলের সদস্য। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বিজেপি-র এবং দুজন আইপিএফটি-র বিধায়ক।

করোনা আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক হলেন রামপদ জমাতিয়া, মিমি মজুমদার, আশিসকুমার সাহা, কল্যাণী রায় ও সুধাংশু দাস এবং আইপিএফটি বিধায়করা হলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ও বৃষকেতু দেববর্মা। রামপদ জমাতিয়া এবং ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেনঊ বাকি বিধায়করা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মিমি মজুমদার বাদে অন্যরা বাড়িতে আইসোলেশনে।

ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় তাঁর টুইট বার্তায় বলেন, পরিবারের সদস্য এবং দুই নিরাপত্তা রক্ষী সহ আমি করোনা আক্রান্ত হয়েছি। সম্প্রতি তাঁর সংস্পর্শে আগত সকলকে করোনা পরীক্ষা করতে এবং বাড়িতে আইসলেসনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনিঊ এদিকে, বিধায়ক সুধাংশু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনা আগ্রাসন সহ বহু ইস্যুতে প্রশ্নোত্তরের জন্য বরাদ্দ সময় বাতিল, ক্ষুব্ধ বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি, লাদাখ সীমান্তে চিনের আগ্রাসন-এমনই একাধিক বিষয়ে বহু প্রশ্ন রয়েছে বিরোধীদের। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেমে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে উদগ্রীব বিরোধীরা। সেই পরিস্থিতিতেই সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। কিন্তু, বাদল অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের জন্য বরাদ্দ সময় বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মোদী সরকারকে প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ পাবেন না বিরোধীরা। আর তাতেই গর্জে উঠল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দল।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সম্প্রতি ফোন করে সমস্ত সাংসদকে জানিয়েছেন, বাদল অধিবেশনে কোনও প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকছে না। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকলে, যে মন্ত্রীকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তাঁর পরামর্শদাতা আধিকারিকদেরও সংসদে উপস্থিত থাকতে হয়। তাতে সংসদ ভবনে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে, করোনা পরিস্থিতিতে যা একেবারেই কাম্য নয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব বাতিল করা হলেও, জিরো আওয়ার থাকবে বলে বিরোধী নেতাদের আশ্বস্ত করেন রাজনাথ।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। বুধবার টুইটারে ডেরেক লেখেন, "প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য ১৫ দিন আগে থেকে প্রশ্ন জমা দিয়ে রাখতে হয় সাংসদদের। ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে অধিবেশন শুরু হচ্ছে, অথচ সেই প্রশ্নোত্তর পর্বই বাতিল? বিরোধীদের কাছ থেকে সরকারকে প্রশ্ন করার অধিকারই কেড়ে নেওয়া হল।" কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর জানান, "চার মাস আগেই বলেছিলাম, মহামারিকে অজুহাত বানিয়ে গণতন্ত্র ও বিরোধী কণ্ঠস্বর রোধ করবেন শক্তিশালী নেতারা। এমনিতেই দেরিতে অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তার উপর বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল, প্রশ্নোত্তর পর্বই থাকবে না।'

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির প্রয়াণে সারা দেশে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাত দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৫ আগস্ট ৫৯ তম শিক্ষক দিবস পালন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে। শিক্ষক দিবস পালনের দিন পরে জানানো হবে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এই সংবাদ জানান।

পূর্ণরাজ্য দিবসে নতুন পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য রাজ্য সরকার পূর্ণরাজ্য দিবসে কয়েকটি নতুন পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্পতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন পেয়েছে। বিশেষকরে যুব সম্পদায়কে উৎসাহ দিতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার হিসেবে মানপত্র ও মারক সহ ২০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। ১০টি বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

যেসব ক্ষেত্রে পুরস্কার দেওয়া হবে সেগুলি হচ্ছে (১) সু-নাগরিক পুরস্কার (গুড সিটিজেন এওয়ার্ড) : পথ দুর্ঘটনার মত আপতকালীন পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্ত নাগরিকদের সময়মত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সহ এধরণের মানবিক কাজে উৎসাহ দিতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে, (২) বেস্ট স্টার্ট-আপ এন্ট্রাপ্রেনিউর এওয়ার্ড : মেক ইন ইণ্ডিয়া নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে যুবক-যুবতীরা যাতে আরও বেশি করে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে সেজন্য উৎসাহ দিতে এই পুরস্কার দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মারধর বিশালগড়ে গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর।। বুধবার রাত আনুমানিক সাতটায় গাড়ির সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় আহত হয় তিনজন। আহতরা হল তিমির দত্ত, রিপন দাস এবং তপন দেবনাথ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরুবার পথে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে কথার মাধ্যমে তর্ক বিতর্ক হয়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পর এ কথা থেকে তর্ক বিতর্ক রূপ নেয় হাতাহাতিতে এবং মারামারিতে। অভিযোগ তপন দেবনাথ নামে এক যুবক কয়েকজন দুষ্কৃতীকে ফোন করে এনে হাসপাতালের সামনে রিপন দাস কে বেধড়কভাবে মারধর করে। এরপরে মারামারি চলে যায় তিমির দত্ত নামে আরেক যুবক এর উপর। তিমির দত্ত বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল একজন স্টাফ হিসাবে নিযুক্ত এবং রাজ্যের নতুন সরকারের শাসনে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সরকারি গাড়ি ছাড়া যে বেসরকারি গাড়িগুলো টেন্ডার বাবৎ পেয়ে থাকে এবং যে প্রাইভেট গাড়ি গুলি হাসপাতলে চলাচল করছে সেই গাড়ির মালিক তিমির দত্ত।

তিমির দত্তর বক্তব্য রাজ্যের বিরোধী দল সিপিএম এর কয়েকজন দুষ্কৃতীরা এই টেন্ডার না পাওয়াতে কৌশলে আজকে তিমির দত্তর উপর হামলা চালায়। তিমির দত্ত এও জানান হাসপাতালে একাউন্টেন্টে কর্মরত উমা চরন ৫০,০০০ টাকার বিনিময়ে দুষ্কৃতীদের ভাড়া করে এনে তিমির দত্তের উপরে হামলা চালিয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজনকে রাজধানীর জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনাস্থলে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং যেহেতু গাড়ি সংক্রান্ত বিষয় সেখানে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড এর বিএমএস নেতৃত্বরা উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে।

পাবজি সহ ১১৮টি অ্যাপ্লিকেশন নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। ভারতের জাতীয় সুরক্ষা বিপন্ন হতে পারে সেই কারণে পাবজি সহ ১১৮ টি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে জুনে ৫৯ এবং জুলাইতে ৪৭ টি চিনা মোবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে ভারতের সুরক্ষার জন্য বিপদজনক হতে পারে ভেবেই এই সকল চিনা অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ হওয়া ১১৮ টি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পাবজি সহ অনেক জনপ্রিয় মোবাইল অনলাইন গেমস রয়েছে। তথ্য চুরির অভিযোগে এর আগেও পাবজির বিরুদ্ধে উঠেছিল।যদিও প্রস্তুতকারী সংস্থা নিজেদের নীতি পরিবর্তন করেছে বলে দাবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিচক্র যানে প্রত্যেকের হেলমেট বাধ্যতামূলক হওয়ায় দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। বুধবার তোলা ছবি নিজস্ব।

জলে ডুবে কিশোরীর মৃত্যু বিষপানে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/বিলোনীয়া, ২ সেপ্টেম্বর।। জলেডুবে মৃত্যুর মুখে ঢলে পরলো ১৪ বছরের এক ছোট মেয়ে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার পূর্ব পাইখোলা এলাকায় বিষপানে আত্মহত্যা করেছে দুই সন্তানের জননী।

ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত নারাইফাং বি এস এফ কেম্প সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা দিনদয়াল চৌধুরীর ১৪ বছরের কন্যা তনুশ্রী চৌধুরী ওর দুই বোনসহ উদের পুকুরে স্নান করতেযায়। স্নান করার সময় তিন ভোন জলের মধ্যে সাঁতার কেটে খেলা করতেগিয়ে হঠাৎকরে তনুশ্রী জলে ডুবেযায়। জানাযায় তনুশ্রী সঠিকভাবে সাঁতার কাটতে জানেনা। তাই পুকুরের জলেডুবে মৃত্যুরমুখে ঢলেপরলো তনুশ্রী। ঘটনার পরবর্তীসময় এলাকার লোকজন তনুশ্রীকে শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তনুশ্রী চৌধুরীকে দেখে মৃতবলে ঘোষনাকরেন। হাসপাতালের চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান মনয়াতদন্তের পর প্রাথমিকভাবে জানাযায় তনুশ্রী চৌধুরী জলেডুবে মৃত্যুহয়েছে। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। তনুশ্রী চৌধুরির এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার পূর্ব পাইখোলা এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রাউন সুগারসহ ধৃত দুই যুবক জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার মেলাঘর থানা এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ আটক ২ পাচারকারীকে ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত। একে মারাতে গাড়িসহ নেশা পাচারকারীকে আটক করেছিল মেলাঘর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৬০গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।

তাদের বিরুদ্ধে মেলাঘর থানায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর।। নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উদয়পুরে। পরেশ নোয়াতিয়া(৫৫) পিতা মৃত দেবেন্দ্র নোয়াতিয়া গর্জি স্কুলের গ্রুপ ডি কর্মী, উদয়পুর কে বি আই স্কুলের মাঠ সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি। গত পরশু দিন থেকে লাকড়ি ও কচু লতি সংগ্রহ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয় বাড়ির নিকটবর্তী এলাকায়। প্রচন্ড নেশা করতেন।

আজ দুপুরে ওনার মৃত দেহ উদয়পুর কে বি আই স্কুলের মাঠের উত্তর দিকে জঙ্গলের মধ্যে উপুর হয়ে পরে থাকতে দেখে ওনার ছেলে দেহ সনাক্ত করেন। ওনার চার ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলে করবুক থাকেন। পরশু দিন যখন উনি লাকড়ি কুড়োনোর জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছেন তখন উনার স্ত্রী সুভাশানি নোয়াতিয়ার কাছ থেকে পরেশ নোয়াতিয়া পঞ্চাশ টাকা চেয়ে নেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিকাঠামোয় ঘাটতি নেই, শুধু সমন্বয়ের অভাব করোনা চিকিৎসায় অসন্তোষ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। পরিকাঠামোয় ঘাটতি নেই। শুধু সমন্বয়ের অভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের আঙ্গুল উঠছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার সাথে জড়িত চিকিৎসক এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে জিবি হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্টের যাবতীয় চিকিতা ব্যবস্থাপনা এবং হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে এইভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, বর্তমান কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের রোগীদের চিকিতা প্রদান করার ক্ষেত্রে চিকিৎসক, নার্স সহ সকল স্তরের চিকিতা কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি এ সময়ে চিকিৎসক সহ সব চিকিৎসাকর্মীদের সেবার মনোভাব নিয়েও কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। সভায় করোনা

সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং চিকিতা পরিসেবায় যেসমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

জিবি হাসপাতালের কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের চিকিতা পরিকাঠামো এবং পরিষেবার পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালে যে পরিকাঠামো রয়েছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিক ও দায়িত্ববান হতে হবে। কারণ সবার আগে জনগণ। তাই চিকিতার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বর্তমান এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জিবি হাসপাতালে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ সহ বিদ্যুত পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারকে প্রতিনিয়ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও প্রয়োজন। এজন্য জিবি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি নির্দেশ দেন।

কাভিড-১৯ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, চিকিতকরা যেন সুরক্ষামুলক ব্যবস্থা নিয়েই কোভিড ওয়ার্ডে প্রবেশ করেন। পাশাপাশি হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের জন্য সময়সূচি তৈরি করে দেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পর্যালোচনা সভায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকা-বিলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় আরও এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে বিনা চিকিৎসায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ মিলেছে।জানা গেছে করুণা আক্রান্ত এক মা ও শিশুকে গতকাল জিপি হাসপাতালে কোভিদ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ।

বিনা চিকিৎসায় আজ রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়। বিনাচিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মৃত শিশুর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন চিকিতকরা কোন ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা করেনি। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তারা মামলা দায়ের করবেন।উল্লেখ্য কয়েকদিন পরপরই জিবি হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় এবং চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে।

এ ধরনের ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলেও কার্যত ইতিবাচক ফলাফল এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।এ ধরনের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে জিবি হাসপাতাল সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। জিবি হাসপাতাল এর প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতাও হারাচ্ছে। জিবি হাসপাতাল এর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জোরালো দাবি উঠেছে।

আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ৩২০ ■ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ইং ■ ১৭ ভাদ্র ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আশা কর্মীদের মর্যাদা কোথায় ?

কোভিড-১৯ গোটা দেশেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। কোভিড মোকাবেলায় সচেতনতাই অন্যতম উপায় হিসাবে পরিগনিত হইতেছে। কোভিঢ সম্পর্কে সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়া তথ্য অনুসন্ধান করিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়াছে আশা কর্মীরা। 'অ্যাক্রেডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট, ' সংক্ষেপে 'আশা'। কাজের তালিকাও দীর্ঘ। মাতা ও শিশুর প্রতিষেধক ও পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার, সংক্রামক রোগের তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি। তৎসত্ত্বেও এই গ্রামীণ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা উপেক্ষিত। অতিমারির সঙ্কটে সেই বঞ্চনা আরও প্রকট। কোভিড-১৯ অতিমারির মোকাবিলায় প্রথম হইতেই আশাকর্মীদের নিয়োগ করিয়াছিল সরকার। তাঁহারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়া রোগলক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ভিনরাজ্য হইতে প্রত্যাগতদের সন্ধান করিয়াছেন, রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতনও করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কাজের ঝুঁকি তাঁহাদেরই বহন করিতে হইয়াছে। প্রায় কোনও রাজ্যেই স্বাস্থ্য দফতর অথবা স্থানীয় প্রশাসন হইতে আশাকর্মীদের মাস্ক, স্যানিটাইজার প্রভৃতি সুরক্ষা-সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে, নিয়মিত মেলে নাই। আশাকর্মীরা হয় যথাযথ সুরক্ষা না লইয়াই কাজ করিয়াছেন এমনকি, 'কন্টেনমেন্ট' এলাকাগুলিতেও বা নিজেদের অর্থে ক্রয় করিয়াছেন মাস্ক, টুপি, দস্তানা।

যে কোনও সময়েই ইহা অন্যায়, কিন্তু লকডাউনে ইহার অন্যায্যতা অধিকতর। এখন আশাকর্মীদের রোজগার কমিয়াছে। তাঁহাদের পারিশ্রমিকের একটি বড় অংশ কমিশন-ভিত্তিক। মাতা ও শিশুর প্রতিষেধক প্রদান প্রভৃতি নিয়মিত পরিষেবা লকডাউনের মাসগুলিতে স্থগিত থাকিবার ফলে সেই কমিশনে টান পড়িয়াছে। বাড়ি বাড়ি কোভিড তথ্য সংগ্রহের কাজের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার নানা সময়ে বাড়তি অনুদানের ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু আশাকর্মীদের অভিযোগ, সেই সকল ঘোষিত অনুদানের অঙ্ক সামান্য। তাহাও কখনও অনিয়মিত মিলিয়াছে, কখনও বা হাতে কিছুই আসে নাই। উপরন্তু আশাকর্মীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি চিকিৎসক বা হাসপাতালের কর্মীদের তুলনায় কম না হইলেও, তাঁহাদের নিয়মিত পরীক্ষা, বিচ্ছিন্নবাস, কিছুরই বিধিসম্মত ব্যবস্থা হয় নাই। সরকারি কাজে নিযুক্ত হইলেও, স্বাস্থ্যবিমা-সহ অন্য সামাজিক সুরক্ষা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত, ফলে তাঁহাদের ঝুঁকি অধিক।

আশাকর্মীদের কাজের ঝুঁকি, এবং তাঁহাদের কাজের গুরুত্ব যে সরকার স্বীকার করে না, এমন নহে। কোভিড-যোদ্ধা বলিয়া নানা প্রকারে আশাকর্মীদের সম্মান করিয়াছে রাজ্য। কিন্তু তাঁহাদের মৌলিক চাহিদাগুলির স্বীকৃতি মেলে নাই। কোন দাবি কতটা মেটানো সম্ভব, তাহা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু অতিমারির আবহে রোগ প্রতিরোধের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুস্বাস্থ্য হইতে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, সকল বিষয়েই আশাকর্মীদের কাজের গুরুত্ব বাড়িবে বই কমিবে না। অতএব তাঁহাদের আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজটি গুরুত্ব দাবি করে বইকি। আশা কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি সহ সামাজিক মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সহানুভূতির দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়া দেখা প্রয়োজন।

নির্বাচনের আগেই হকার দের দলে টানতে সচেষ্ট বিজেপি

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি. স.) : লকডাউনে রাজ্যের বহু হকার বেকার। আবার অনেক পরিয়ায়ি শ্রমিক রাজ্যে ফিরে হকারিকেই পেশা করেছেন। এই সকল হকারদেরকেই এবার দলে টানতে চাইছে রাজ্য বিজেপি। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুরে কাজ শুরু করেছে বিজেপি সমর্থিত শ্রমিক ইউনিয়ন গুলি।

২০২১ এর বিধানসভার আগে রাজ্যের হকারদের দলে টানতে সচেষ্ট হয়েছে রাজ্য বিজেপি। ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় কার্যকারি সভাপতি সাধন তালুকদার জানান, রাজ্যের হকারদের কেন্দ্রীয় লোনের আবেদন পদ্ধতী শেখাতে প্রচারে নামছে বিজেপি সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়ান গুলি। কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রচারে নামছে তাঁরা। বিজেপির সমর্থিত এই শ্রমিক ইউনিয়নটি মোদী সরকারের হকারদের প্রকল্প রাজ্যজুড়ে প্রচার করতে চলতি মাসে রাস্তায় নামছে। তিনি বলেন, রাজ্যের হকারদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্প গ্রহন করেছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে হকাররা ব্যাঙ্ক থেকে এককালিন ১০ হাজার টাকা লোন নিতে পারবে। লকডাউনে আর্থিক ক্ষতির মুখে পরেছে রাজ্যের হকাররা। তাদের ব্যাঙ্ক লোনের আবেদনের পদ্ধতি ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ান প্রচার করবে। কারন অনেক হকার এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথা জানেন না।

একইসঙ্গে, হকারদের জন্য কেন্দ্রীয় লোন নিয়ে দলবাজি চলছে বলেও অভিযোগ করেন সাধন তালুকদার। রাজ্যে প্রচুর হকার রয়েছে। তাদের সবার তালিকা কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে নেই। তাই ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ান প্রকৃত হকারদের লোন পাবার জন্য সহযোগিতা করবে। অনেক হকার লকডাউনের পর আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে। তাই এইসময়ে রাজ্যের হকাররা যাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সাহায্য পান তারা সেই ব্যাবস্থা করছে বলে জানিয়েছেন সাধন তালুকদার। বৈধ কাগজপত্র থাকলে কোন হকার কেন্দ্রের লোনা না পেলে ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ান কেন্দ্রের শ্রমমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলবে বলেও আশ্বাস দেন সাধন বাবু।

বেলঘরিয়া থেকে নিখোঁজ নিট পরীক্ষার্থী

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ভয়ে কাঁপছে গোটা শহর। এরই মাঝে নিখোঁজ নিট পরীক্ষার্থী। বেলঘড়িয়া থেকে নিখোঁজ পরীক্ষার্থীর বুধবার স্কুটার মিলল বেলডাঙায়। ঘটনার তদন্তে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোয় নিখোঁজ ওই নিট পরীক্ষার্থী। চলতি বছর তার নিট পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। কিন্তু গতকাল সকাল পেরিয়ে রাত হয়ে গেলেও ওই নিখোঁজ পরীক্ষার্থী বাড়ি ফেরে না। ওই পরীক্ষার্থী বাড়িতে ফেরার সময় পেরিয়ে গেলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে পরিবারের সদস্যরা। রাত বাড়ায় চিন্তা হতে থাকে পরিবারের সদস্যদের। এরপর মঙ্গলবার রাতেই বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ জানান ওই নিখোঁজ পরীক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা। নিখোঁজ ডায়েরি করেন তারা। এরপর ঘটনা তদন্তে নামে পুলিশ।

এলাকার সিসি ক্যামেরায় স্থানীয় মন্দিরে দেখা যায় ওই নিখোঁজ পরীক্ষার্থীকে। এরপর সিসিটিভি ফুটেজে দেখা সে যায় ওই যুবক বাইক নিয়ে চলে যায়। এরপর তদন্তে নামে পুলিশ। ওই পরীক্ষার্থীর মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করলে দত্তপুকুরে মেলে মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন। তারপর থেকে সুইচড অফ হয়ে যায় মোবাইল। এরপর বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার পুলিশ বেলঘরিয়া পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর তারপরেই বেলঘরিয়া থানার পুলিশ জানতে পারে, বেলডাঙা এলাকায় একটি আমবাগানে পাওয়া গিয়েছে রক্ষিতের স্কুটি এবং হেলমেট। কিন্তু আশেপাশে মেলেনি নিখোঁজ পরীক্ষার্থী খোঁজ। নিখোঁজ পরীক্ষার্থীর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। কিন্তু বেলঘড়িয়া থেকে বেলডাঙায় কিভাবে গেল ওই নিখোঁজ পরীক্ষার্থী তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

চিরকাল কংগ্রেসের ক্রাইসিস ম্যানেজার থেকে গেলেন প্রণব মুখার্জি

অভিজিৎ রায়

প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তাঁর থেকে অনেক বেশি যোগ্য ছিলেন প্রণব মুখার্জি। একথা বলেছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং নিজেই। কিন্তু রাজনীতির ঘোরপ্যাচে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত পদে আসীন হতে পারেননি প্রণববাবু। ২০১২ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুলাই পশ্চিমবঙ্গের এই কংগ্রেস নেতা ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এই পদে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য তাঁকে দীর্ঘ ৬৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রতিযোগিতা থেকে সুকৌশলে সরিয়ে দিতেই প্রণব মুখার্জি সামনে রাষ্ট্রপতি নামক মিষ্টি থালায় সাজিয়ে তুলে দিয়েছিল কংগ্রেস। তিনি কংগ্রেসের যত বিশ্বস্ত সেবকই হোন না কেন, রাজীব ও সোনিয়া গান্ধির ছেলে রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর চেষ্টাই চলেছে সর্বক্ষণ। এমনকী কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তে প্রণব মুখার্জির পরিবর্তে ড. মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল। জানা যায়, রাষ্ট্রপতির কাছে সরকার গড়ার ব্যাপারে আলোচনার আগে সোনিয়া গান্ধি প্রণববাবুর সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শও করেননি। কারণ,প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তিনি ড. মনমোহন সিংকে আগে থেকেই বাছাই করে রেখেছিলেন। নিজের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ দ্য কোয়ালিশন ইয়ার্স ১৯৯৬ -২০১২-র প্রবণ মুখার্জির জানিয়েছেন জওরলাল নেহরুর সমসাময়িক কংগ্রেসের নীতিনির্ধারক নেতা কুমারস্বামী কামরাজ বলেছিলেন, নো হিন্দি নো পিএম। অর্থাৎ হিন্দি জানে না এমন কাউকে প্রধানমন্ত্রী করা যাবে না। প্রবণবাবুর তেমন ভালো হিন্দু জানতেন না। সে কারণে তিনিনাকি আবার দুঃখিত হননি। তিনি কংগ্রেসের সেই প্রবাদপ্রতিম নেতাদলের প্রতি, নেতৃত্বের প্রতি যার নিষ্ঠা অনুজ রাজনীতিকদের কাছে শিক্ষণীয় ছিল আজীবন। দেশের জরুরি অবস্থা হোক কিংবা কংগ্রেস অন্দরে সংকট, রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হাতশিবিরের চাণক্য ছিলেন কীর্ণাহারের ভূমিপুত্র। কিন্তু যা হওয়ার ছিল, যে পদ পাওয়ার ছিল তা কিন্তু তিনি পাননি। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর এবং ২০০৪ সালে সোনিয়া গান্ধি প্রধানমন্ত্রী পদ প্রত্যাখ্যান করায় দু'বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ এসেছিল প্রণব মুখার্জির সামনে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী না হলেও কংগ্রেস দলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন ক্রাইসিস ম্যানেজার প্রণব। তাঁর গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস নেতা পৃথীরাজ চৌহান একটি ইংরেজি কাগজে লিখেছিলেন,ড.মনমোহন সিং-এর সরকারের, প্রণবাদীছিলেন কার্যত দ্বিতীয় ব্যক্তি। ৯৫টিরও বেশি মন্ত্রীগোষ্ঠী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। গোপনীয়তা রক্ষায় প্রণবদা'র জুড়মেলা ভার। ইন্দরা গান্ধি বলতেন, প্রণবকে কোনও গোপন তথ্য জানানো হলে নিশ্চিত থেকে। ওঁর পেট থেকে তা কখনও বেরোবে না। শুধু যেটা বেবিয়ে আসবে, তা হল ওঁর পাইপের ধোঁয়া। মেধাবী স্মৃতিধর প্রণবের মধ্যে ছিল মন্ত্রগুপ্তির দুর্লভ ক্ষমতাও। এ প্রসঙ্গে দিল্লির এক ইংরেজি কাগজে কর্মরত এক বাঙালি সাংবাদিক কিছুদিন আগে তাঁর এক ব্লগে (গল্প হলেও সত্যি) এক ঘটনার কথা লিখেছেন। সেদিন লোকসভার অন্য দিকে, চৌধুরী চরণ সিং একরাশ কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কি না ইন্দিরা গান্ধি সরকার নাকি আসন্নবাজেট ইন্টারন্যাশনাল মনেটারি ফাণ্ডের কাছে আগেই ফাঁস করে দিয়েছে। তারই কপি হাতে এসেছে। সিংহবিক্রমে জাঠ কৃষকনেতা ফাঁস হওয়া বাজেটের এক এক লাইনপড়ে চলেছেন। খানিক ঘাবড়ে, ইন্দরা লোক পাঠালেন তাঁর অর্থমন্ত্রীকে রাজ্যসভা থেকে নিয়ে আসতে। মন্ত্রী এলেন, কয়েক সেকেন্ডের জন্য চরণ সিংকে শুনলেন এবং ইন্দরাকে আশ্বস্ত করলেন, চিন্তা নেই। চৌধুরী চরণ শেষ হলো। প্রণব মুখার্জির জবাবা দিতে উঠলেন আপনি যা পড়েছেন তা সঠিক। তবে আপনি যদি একটু কষ্ট করে এই বাজেট ভাষণের তারিখটি দেখতেন। কারণ, এটি আমার গত বছরের বাজেট। ইন্দিরার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কংগ্রেস বেঞ্চ ফেটে পড়ল উচ্ছাসে।

জরুরি অবস্থাই হোক অথবা কংগ্রেসের ভাঙন বরাবরই ইন্দিরার সঙ্গে থেকেছেন প্রণব মুখার্জি। ১৯৮০ সালের লোকসবা ভোটে নামলেন ইন্দিরার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। ফলাফল প্রকাশের পরে (এবং প্রণবের শোচনীয় হারের পরে) ক্ষিপ্ত ইন্দিরা গান্ধি কলকাতায় ডায়াল করলেন, সবাইজানত তুমি হারবে। এমনকি গীতাও (প্রণব জায়ার জাক নাম) জানততুমিহারবে। তৈরি করলে, বলে প্রণববাবুকে কিছু বলার সুযোগ নাদিয়ে ইন্দিরা ফোন কেটে দিলেন। অভিশাপের মতো একা প্রণববাবুআরও মুষড়ে পড়লেন। দু'দিন পরে আর একটি কল এল। এবার সঞ্জয় গান্ধি, মা তোমার উপর খুব রেগে গেছে। তবে মা এটাও বলছে প্রণব ছাড়া কোনও মন্ত্রিসভা হতে পারে না। কাল দিল্লি চলে এসো। তবে ইন্দিরা হত্যার পরই প্রণবের কঠিন সময় শুরু। রাজীবন গান্ধি প্রণবাবুকে কোণঠাসা করে প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে সফল হওয়ার মধ্যে পড়েন কীর্ণাহারের ব্রাহ্মণ সন্তানটি। এই তিক্ততা চরমে পৌঁছয় ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর। এই নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে রাজীবের সরকার। তবে সেখানে ঠাঁই হযনি প্রণব মুখার্জির। এরপরই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন প্রণব। কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক দল গড়েন তিনি। তবে বছর তিনকে পরেই আবার ফিরে এসেছিলেন পুরনো রাজনৈতিক পরিবারে। রাজীব হত্যার পর নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী হন। তখন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদে আসীনহন প্রণব মুখার্জি । এরপর ১৯৯৫ সালে প্রণববাবু। ১৯৯৭ সালে সোনিয়া গান্ধি কংগ্রেস সদস্য হওয়ার এক বছর পরেই সভানেত্রী হন। জানা যায়, সোনিয়ার এই উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রণব মুখার্জি। ২০১৮ সালে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রণববাবু। আরএসএস-এর অনুষ্ঠানে তাঁর এই উপস্থিতি প্রবল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে কংগ্রেসের অন্দরে, এমকি প্রণবহ কন্যা শর্মিষ্ঠাও বাবার এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেনি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জরুরি অবস্থাই হোক অথবা কংগ্রেসের ভাঙন বরাবরই ইন্দিরার সঙ্গে থেকেছেন প্রণব মুখার্জি। ১৯৮০ সালের লোকসভা ভোটে নামলেন ইন্দিরার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। ফলাফল প্রকাশের পরে (এবং প্রণবের শোচনীয় হারের পরে) ক্ষিপ্ত ইন্দিরা গান্ধি কলকাতায় ডায়াল করলেন, সবাই জানত তুমি হারবে। এমনকি গীতাও (প্রণব জায়ার ডাক নাম) জানত তুমি হারবে। তৈরি করলে, বলে প্রণববাবুকে কিছু বলার সুযোগ নাদিয়ে ইন্দিরা ফোন কেটে দিলেন। অভিশাপের মতো একা প্রণবাবু আরও মুষড়ে পড়লেন। দু'দিন পরে আর একটি কল এল। এবার সঞ্জয় গান্ধি, মা তোমার উপর খুব রেগে গেছে। তবে মা এটাও বলছে প্রণব ছাড়া কোনও মন্ত্রিসভা হতে পারে না।

সন্ত্রাসবাদীদের শত্রু এবং গঙ্গা মায়ের ভক্ত ছিলেন প্রণবদা

আর কে সিনহা

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্ব নিয়ে বিতর্কের মাঝে মনে রাখা দরকার যে তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন ভারতের শত্রুদের মেরুদন্ড ভাঙতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই আফজাল গুরু, আজমল কাসাব এবং ইয়াকুব মেমনের মতো দেশের শত্রুদের ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তাঁর আমলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল তিনি ক্ষমা আবেদনের বিষয়ে কঠোর থেকে কঠোরতর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেছিলেন।এই ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরি রাষ্ট্রপতিদের ভূমিকা মনে রাখার মতো ছিল না। তারা এ জাতীয় ফাইলগুলিতে বেশি সময় অতিবাহিত করত।

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দেশ এক জ্ঞানের সমুদ্রকে হারিয়েছে। রাজনীতিতে না এলে তিনি একজন প্রখ্যাত সাংবিধানিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, ইতিহাসবিদ বা তীক্ষ্ণ লেখক হতে পারতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল আশ্চর্যজনক। তিনি পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরানো ঘটনাগুলি তারিখ সহ মনে করতে পারতেন। রাজনীতির জগতে এত দীর্ঘ ইনিংস খেলেও তিনি কলঙ্কহীন ছিলেন। কেউ কখনও তার বিরুদ্ধে সামান্যতম অভিযোগ আনেননি। এই সমস্ত গুণাবলীর জন্য তিনি সকলের দ্বারা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেশ তাঁকে সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নও দিয়েছিল।

আমার মনে আছে ১৯৯৬ সালে ৬ রাইসিনা রোডে অটলজির বাসভবনে প্রণবদা-র সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। ২০১৪ সালে আমি যখন এমপি হয়েছি, তখন আমি বিমানবন্দর ভিআইপি লাউঞ্জে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি।একবার আমি পাটনা গামী বিমান উঠেছি। বিমানের ভেতর প্রণবদা আগেই ছিলেন, সম্ভবত তিনি কলকাতায় যাচ্ছিলেন।আমি দ্বিধা বোধ করে দূরে বসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আমায় নাম ধরে ডাকলেন। দেশ পেয়েছিল প্রণবদার মতন রাষ্ট্রপতিকে

ভবিষ্যতে ড়রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় এবং এপিজে কালামের মত রাষ্ট্রপতি পেতে উদগ্রীব থাকবে দেশ। প্রণবদার মত আগামী দিনে কেউ যদি রাষ্ট্রপতি পদকে সুশোভিত করে থাকে।তাতে করে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আমাকে ক্ষমা করুন যে রাষ্ট্রপতি পদটির মর্যাদা রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমদের সময় থেকেই নষ্ট হতে শুরু করেছিল। ২৫ ও ২৬ জুন রাতে তিনি জরুরি অবস্থা জারির নথিতে স্বাক্ষর করেন এবং দেশে জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দেন। পরের দিন সকালে রেডিওতে ইন্দিরা জির কণ্ঠে পুরো জাতি এই বার্তাটি শুনতে পেয়েছিল যে, 'ভাই ও বোনেরা, রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।.' ... তবে সত্যটি ইন্দিরার ঘোষণার ঠিক বিপরীত ছিল।এর আগের রাতে সারা দেশজুড়ে গ্রেফতার হওয়ার সাথে সাথে আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। কংগ্রেস ফখরুদ্দিন আলী আহমেদের মত গড়পড়তা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেরণ করে দেশের প্রতি অবিচার করেছিল। নিজের ইচ্ছামত কংগ্রেস জ্ঞানী জইল সিং, আর.ভি. ভেঙ্কট রামন, প্রতিভা পাটিলদের রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেরণ করে চলেছিল।রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন এদের প্রত্যেকের কার্যকাল উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এরা সকলেই ভাল মানুষ ছিল, তবে তারা রাষ্ট্রপতির মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কি না, বিতর্কটি ইতিহাসে অব্যাহত থাকবে। তবে দেশ এপিজি আবদুল কালামের মাধ্যমে দুর্দান্ত রাষ্ট্রপতি পেল।মৃত্যুর পরেও তিনি অমর হয়েছিলেন।দেশের শিশু তাকে মিসাইল ম্যান হিসাবেও ডাকে।

জ্ঞানের প্রতিমূর্তি ছিলেন

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতির মেয়াদ নিঃসন্দেহে ভাল ছিল।পুরো দেশই তাঁর জ্ঞানে মুগ্ধ হয়েছিল। প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন ধর্মীয় প্রবৃত্তির মানুষ। প্রতিবছর শারদীয়া নবরাত্রিতে মা দুর্গার পূজা করতে তাদের পৈতৃক গ্রামে যেতেন। সেখানে সকল ধর্মীয় আচার পারস্পরিক বস্ত্র পরিধান করে পালন করতেন। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁরই লেখা বই ''দ্য কোল টি.অন ইয়ার্স'' বইটির মাধ্যমে দেশবাসী জানতে পেরেছিল।কাঞ্চির শ্রদ্ধেয় শঙ্করাচার্য স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বতীর গ্রেফতার নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরব হয়ে বলেছিলেন, 'দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ফরমান কি কেবল হিন্দু সাধু ও মহাত্মাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? কোনও রাজ্যের পুলিশ কি ঈদ উপলক্ষে একজন মুসলিম মৌলবী গ্রেফতার করার সাহস করতে পারে?' কাঞ্চি শঙ্করাচার্য পূজ্য স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বতীর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিন দিনের সফর করেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়।

গঙ্গার অবারিত জলধারার জন্য অদ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

অনেকেই জানেন না গঙ্গার স্বচ্ছ ও অবিরল জল ধরার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি সাধুগণকে যা বলেছেন তা তাঁর নিজের বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে থাকবে।২০১০ সালের আগস্টে প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় জানতে পারলেন যে গঙ্গা নদীর ওপর লোহারি-নাগপালা বাঁধের নির্মাণের বিরুদ্ধে অনশন শুরু হয়েছে।এ সময় তিনি এই বিষয়ে মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী মাধবশ্রম জি এবং জগদগুরু রামানন্দাচার্য স্বামী হংসদেবাচার্য জিয়ার নেতৃত্বে তাঁর সাথে দেখা করে সাধুদের প্রতিনিধি দল ১১ আগস্ট ২০১০ তার দিল্লির বাসভবনে পৌঁছেছিল। আগস্ট মাসে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছিল যার ফলে দিল্লির অনেক অঞ্চলে হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গিয়েছিল।রাতে সাধুদের প্রতিনিধিরা যখন দশটায় তার সরকারী বাসভবনে পৌঁছে, তখন তারা দেখতে পেল হাতে ছাতা নিয়ে খালিপায়ে হাঁটু পর্যন্ত জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি নিজে পূজ্য শঙ্করাচার্য স্বামী মাধবশ্রম জিকে কাধে ভর দিয়ে তাঁর বাসভবনের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেই প্রতিনিধিদলে গঙ্গা মহাসভার কার্যনির্বাহী সভাপতি শ্রী প্রেম স্বরূপ পাঠক, জাতীয় সাধারণমন্ত্রী স্বামী জিতেন্দ্রনন্দ সরস্বতী জি (তৎকালীন আচার্য জিতেন্দ্র), বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ভারত ঝুনঝুনওয়ালা, হরিদ্বার থেকে সাতপাল ব্রহ্মচারী। হ্যাঁ জগদগুরু জি প্রণবদাকে বলেছিলেন যে 'আমরা শুনেছি যে লোহারি-নাগপালা বাঁধের জন্য এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তাই সরকার বাঁধটি বাতিল করতে চায় না।বাঁধের মূল্য কি গঙ্গার অবারিত জলধারার চেয়ে বেশি? আমি আপনাকে বলছি যে টাকার জন্য যদি গঙ্গাজিকে বেঁধে দেওয়ার কাজ বন্ধ করতে না পারে, তবে আপনি আমাদের সাধুদের বন্ধক করে রাখুন। হিন্দু সমাজ যখন সরকারকে ৬০০ কোটি টাকা দিয়ে দেবে তখন আপনি আমাদের ছেড়ে দেবেন।'প্রণবদা এতে আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন,' পূজ্য সাধুগণ আমার দ্বারে আসেন, এটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।গঙ্গার অবারিত ধারার জন্য ৬০০ কোটি টাকা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরকার সাধুগণের ভাবাবেগের ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেবে।'এভাবেই প্রণব দাদার সিদ্ধান্তের ফলে গঙ্গাজির বুক ক্ষত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।তাই কৃতজ্ঞ জাতি এইরকম মহান প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়কে মনে রাখবে। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

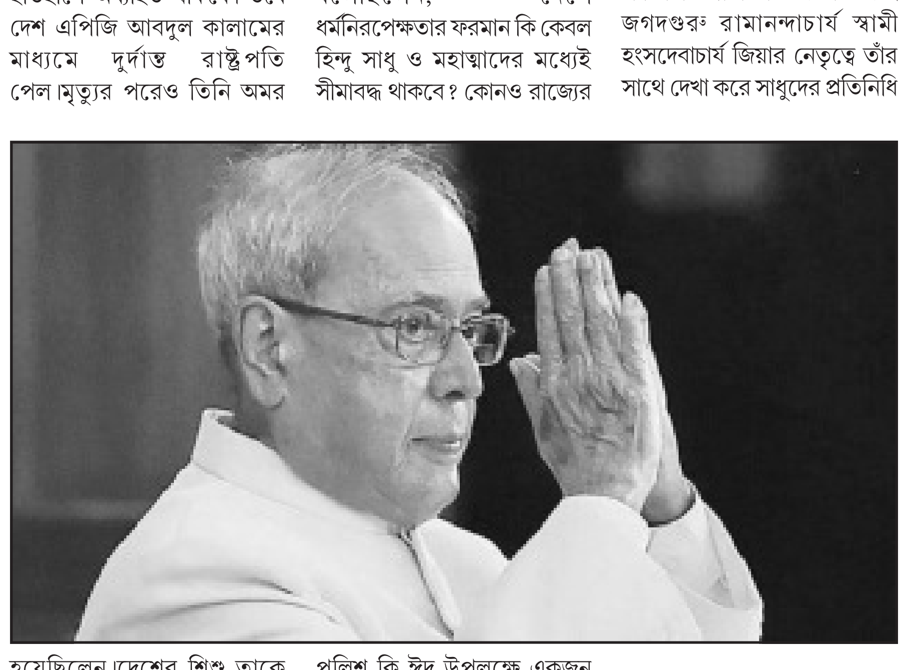

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক, মন্ত্রী ফণীভূষণের আশ্বাসে সাতদিনের মাথায় সাময়িক

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের অসামরিক সরবরাহ ও গ্রাহক পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা আলোচনার পর গ্যাস পরিবাহী ট্রাক ইউনিয়নের ধর্মঘট আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৩-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর বিভাগীয় মন্ত্রীর তরফে সমস্যার সুরাহা করার যথার্থ আশ্বাস পেয়ে আপাতত আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন ইউনিয়নের নেতারা।

অসামরিক সরবরাহ ও গ্রাহক পরিক্রমা মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী, রাজ গৃহ দফতরের কমিশনার এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আয়োজিত হয ত্রিপাক্ষিক আলোচনা বৈঠক। দীর্ঘ আলোচনার পর মন্ত্রী ফণীভূষণ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন ইউনিয়নের কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন দাবি আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ আগস্ট থেকে রন্ধন গ্যাস পরিবাহী ট্রাক ইউনিয়ন আহূত অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি অবস্থান ধর্মঘট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নর্থ-ইস্ট প্যাক্ট ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন গত ২৭ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই আন্দোলন শুরু করেছিল। একইভাবে বরাকভ্যালি প্যাক্ট এলপিজি ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের বড়খলা গ্যাস বটলিং সেন্টারের কর্মচারীরাও আন্দোলন সাব্যস্ত করেন।

গতকালের আলোচনায় এলপিজি পরিবহণের জন্য মূল্য সংক্রান্ত দরপত্র প্রদানের সময়সীমা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই আশ্বাসের পর সাতদিনের মাথায় এলপিজি গ্যাসবাহী ট্রাক ইউনিয়নের ধর্মঘট আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তে পৌঁছে ইউনিয়ন। সে অনুযায়ী আজ বুধবার থেকে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করেছে নর্থ-ইস্ট প্যাক্ট ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন।

আজ বুধবার এ ব্যাপারে সংস্থার উপদেষ্টা কুমুদ নাথ বলেন, গতকাল রাজ্যের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী, গৃহ বিভাগের কমিশনার এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই আলোচনায় এলপিজি পরিবহণের জন্য দরপত্র প্রদানের সময়সীমা ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পাশাপাশি নতুন ভাড়ার ক্ষেত্রে সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী চৌধুরী। তাই আজ থেকে পুনরায় স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, জানান সংস্থার উপদেষ্টা কুমুদ নাথ এবং বরাক ভ্যালি প্যাক্ট এলপিজি ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের সম্পাদক কঙ্কন শিকদার।

উল্লেখ্য, নর্থ-ইস্ট প্যাক্ট ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন ও বরাকভ্যালি প্যাক্ট এলপিজি ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের গত ছয় দিন থেকে লাগাতার কর্মবিরতি আন্দোলনের ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডারের তীব্র সংকট দেখা দেওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। জানা গেছে, ২৭ আগস্ট থেকে আন্দোলনের ফলে উত্তরপূর্বে প্রতিদিনে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক সিআরপিসি-র

শিলচর (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি (সিআরপিসি)। সমিতির সভাপতি নৃপেন্দ্রচন্দ্র সাহা, মুখ্য উপদেষ্টা তথা আইনজীবী হাফিজ রসিদ আহমদ চৌধুরী, সচিবপ্রধান সাধন পুরকায়স্থরা প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

সমিতির সচিবপ্রধান সাধন পুরকায়স্থ এক শোকবার্তায় বলেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দেশের অভাবনীয় ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭৯ সালে অসম আন্দোলনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে জাতীয় নেতা হিসস্বে প্রণব মুখোপাধ্যায় অসমের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একইভাবে অসমের নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সিআরপিসি-র বিভিন্ন অধিবেশনে প্রণব মুখোপাধ্যায় যোগ দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিতেন বলে শোকবার্তায় লিখেছেন সাধন। এতে আরও লিখেছেন, তেজপুরে অনুষ্ঠিত এক কার্যসূচিতে সিআরপিসির সভাপতি নৃপেন্দ্রচন্দ্র সাহার বাড়িতে এসেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়। এই সব স্মৃতির রোমন্থন করে প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে অসমের সংখ্যালঘু, বিশেষ করে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষরা এক প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীকে হারালেন বলে উল্লেখ করেছেন পুরকায়স্থ। বলেছেন, অসমের সংখ্যালঘু আন্দোলনের ইতিহাসে প্রণব মুখোপাধ্যায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে একদিনের জাতীয় শোক পালিত হল বাংলাদেশে

ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে একদিনের জাতীয় শোক পালিত হল বাংলাদেশে। এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ভারতীয় হাইকমিশনে রাখা শোক বইতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'ভারতরত্ন তথা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাল। তিনি আমাদের গর্ব এবং বাঙালি জাতি তাঁর কাছে ঋণী।'

ড় মোমেন বলেন, 'আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৭৩ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে সব সময় তিনি বাঙালির মঙ্গল ও কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন।' বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ড় মোমেন। এছাড়া তিনি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পরিবার ও ভারতের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শোক বইয়ে স্বাক্ষরের সময় ভারতের হাইকমিশনার রীভা গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকল সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে থাকা বাংলাদেশের মিশনগুলিতেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনারও ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের ১৩ তম রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত, সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মঙ্গলবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত নেইমার, অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া ও লিওনার্দো পেরেদেস

লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শুরু হওয়ার আগেই বড় ধাক্কা খেল এবারের ওয়ান চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সেন্ট জার্মেইন লিগের ফাইনাল খেলা। জানা গিয়েছে, করোনা আক্রান্ত হয়েছেন দলের প্রধান তিন ফুটবলার নেইমার জুনিয়র, অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া ও লিওনার্দো পেরেদেস। তার ফলে মরসুম শুরুর আগে চাপে এই ফরাসি ক্লাব। বুধবার তিন ফুটবলারের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর ঘোষণা করা হয়েছে ক্লাবের তরফে।

পিএসজির তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা হল, "তিনজন পিএসজি ফুটবলার কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। তাঁদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। বাকি সব ফুটবলার ও কোচিং স্টাফকেও আগামী দিনে নমুনা পরীক্ষা করতে হবে।"জানা গেছে, গত মাসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হারের পরে ছুটি দেওয়া হয়েছিল ফুটবলারদের। ছুটি কাটিয়ে ফেরার পরেই ফুটবলারের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে।

করোনা মোকাবিলায় দিল্লিতে ৫০৩টি আইসোলেশন কোচ মোতায়েন করল রেল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দিল্লিতে করোনাকে নির্মূল করার লক্ষ্যে এগিয়ে এল উত্তর রেলওয়ে। দিল্লি এবং এনসিআর অঞ্চলের মানুষদের সাহায্যার্থে ৫০৩ টি আইসোলেশন কোচ মোতায়েন করেছে। এই কোচগুলিতে রয়েছে ৮০৪৮ শয্যা। দিল্লির ৯ টি স্টেশনে এগুলোকে মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তর এবং উত্তর মধ্য রেলওয়ে ডিআরএম রাজীব চৌধুরী বুধবার জানিয়েছেন, শকুর বস্তি এলাকায় রেলের করোনা কেয়ার সেন্টারে ৪২৩ জন রোগী ভর্তি ছিলেন।এদের মধ্যে ৩৬৫ জন বাড়ি ফিরে গিয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছে ৫৮ জন। ৫০৩ টি আইসোলেশন কোচ দিল্লিতে থাকা ৯ টি স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনে এম্বুলেন্স সুযোগ রাখা হয়েছে।চিকিৎসার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে।এই সকল করোনা কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন রোগীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম আহার দেওয়া হচ্ছে।এর মাধ্যমে দিল্লি এবং এনসিআর অঞ্চলের মানুষদের যথাসম্ভব সহায়তা করা হচ্ছে রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

ইউ এস আই এ এস পি এফ-এর সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ৩ রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত ৯ টায় ইউ এস আই এ এস পি এফ-এর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনের নেতৃত্ব দিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সংগঠনটি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে চলেছে। দুই দেশ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে আর্থিক বিকাশের দিকে এগিয়ে চলতে পারে সেই জন্য কাজ করে চলেছে এই সংস্থা।

৩১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই সংগঠনের শীর্ষ সম্মেলনে মূল থিম হচ্ছে ইউএস ইন্ডিয়ান নেভিগেটিং নিউ চ্যালেঞ্জেস। এর মধ্যে একাধিক আর্থিক বিষয় জড়িত রয়েছে। যেমন বিশ্ব অর্থনীতিতে পুনর্গঠন এর ক্ষেত্রে ভারতের কি ভূমিকা হবে। পাশাপাশি ভারতের মাটিতে এফডিআই কতটা ফলদায়ক হবে। এমনকি ইজ অফ ডুইং বিজনেস এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কেও আলোচনা হওয়ার কথা।

দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ২৫০৯

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্যে জেরবার রাজধানী দিল্লি। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২৫০৯। মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। ফলে সব মিলিয়ে দিল্লিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪৮১। অন্যদিকে আক্রান্তের সংখ্যা সব মিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৯৫৬৯। বুধবার বিকেলে দিল্লি সরকারের তরফ থেকে জারি করা স্বাস্থ্য বুলেটিন জানানো হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৮৫৮। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৫৮৫৮৬। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৫০২। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা বা কনটেইনমেন্ট জোন হচ্ছে ৮৯৪। বাড়িতে আইসোলেশনের মধ্যে রয়েছে ৮৪০৭। এখনো পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৬৩৬৫১৮।

গুঞ্জন সাক্সেনা দি কার্গিল গার্লের উপর নিষেধাজ্ঞা নয় জানাল আদালত

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গুঞ্জন সাক্সেনা দি কার্গিল গার্লের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করল দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার হাইকোর্টে তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে অনেকদিন হলো। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। গুঞ্জন সাক্সেনা দি কার্গিল গার্লের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য কেন্দ্র এবং বায়ুসেনার তরফ থেকে যৌথভাবে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এ এস জি সঞ্জয় জৈন জানিয়েছেন, এই ছবি বায়ুসেনার ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ করছে। লিঙ্গ বৈষম্যের মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। তখন আদালতে তরফ থেকে জানানো হয় আপনারা বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। এখন আর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে না। এই মামলায় আদালত ধর্মা প্রোডাকশন, নেটফ্লিক্স এবং প্রাক্তন পাইলট লেফটেন্যান্ট গুঞ্জন সাক্সেনা কে নোটিশ জারি করেছে।

আম্বালা সামরিক বিমান ঘাঁটি সংলগ্ন এলাকায় নিষিদ্ধ করা হলো পায়রা উড়ানো

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আম্বালা সামরিক বিমান ঘাঁটিতে থাকা রাফাল যুদ্ধবিমানগুলির নিরাপত্তা পূর্ণরূপে নিশ্চিত করার জন্য বিমান ঘাঁটির সংলগ্ন এলাকায় পায়রা উড়ানো ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই উপলক্ষে হরিয়ানার মুখ্য সচিবের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিমান ঘাঁটির সংলগ্ন ১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে পায়রা উড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে। উল্লেখ করা যেতে পারে ২৯ জুলাই আম্বালা বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে ফ্রান্স থেকে আসা পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। ১০ সেপ্টেম্বর বায়ুসেনায় আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হবে এই সকল বিমানগুলি। রাফালের দ্বিতীয় ব্যাচের যুদ্ধবিমান চারটি আম্বালা বিমান ঘাঁটিতে নামবে। ফলে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা।

নেপাল, ভুটান, চিন সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করলো ভারত

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিরোধ করে চলেছে ভারত। এমন পরিস্থিতিতে অরুণাচল প্রদেশ থেকে লাদাখ পর্যন্ত দুই দেশের সীমান্ত মাঝে ২৭ টি এমন জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে লালফৌজের অস্বাভাবিক গতিবিধি বেড়ে গিয়েছে।সেই কারণে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়িয়েছে ভারতীয় সেনা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত-নেপাল, ভারত-ভুটান সীমান্তে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি ভারত।চিন সীমান্ত লাগোয়া রাজ্য উত্তরাখণ্ডে বাড়তি সেনা মোতায়েন করেছে ভারত।কারণ এইসব অঞ্চলে চিনা সেনার অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এমনকি অরুণাচল সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় চিনের গতিবিধি ভারতের নজর এড়ায়নি। সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন আইটিবিপি এবং এসএসবির আধিকারিকেরা। বৈঠকের ঠিক হয়েছিল যে চিন, নেপাল, ভুটান সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হবে।এছাড়াও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত চিনকে প্রতিহত করার জন্য গুরুত্ব পুরনো বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে একাধিক রণকৌশল ঠিক করা হয়েছে।

কাছাড় জেলায় আরও ১৪৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ

শিলচর (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বুধবার কাছাড় জেলায় আরও ১৪৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আজ জেলায় ১,০১৮ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ১৩৪ জন পজিটিভ ধরা পড়েছে এবং বাকি ৯ জনকে আরটি-পিসিআর-এর মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে।

সাস্থ্য দফতরের খবর, গত ২৭ আগস্ট থেকে শিলচর পুর এলাকার সবকটি টেস্টিং সেন্টার পুনরায় চালু করা হয়েছে। শিলচর পুর এলাকায় ২৮টি টেস্টিং সেন্টারে প্রতিদিন সকাল ৯.৩০ থেকে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত আরটি টেস্টিং করা হয়। বুধবার এই ২৮ টেস্টিং সেন্টারে ৩১৮ জনকে রেপিড টেস্টিং করা হয়েছে। যার মধ্যে ৬৩ জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। এই ৬৩ জনের মধ্যে ৫৬ জন রোগীই হোম আইসোলেশনে আর সাত জন সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়েছেন। এই আক্রান্তদের মধ্যে সর্বাধিক পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে শিলচর নর্মাল স্কুল সেন্টার থেকে। এখানে ১১ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে এবং প্রত্যেক রোগীকেই হোম আইসোলেশনে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে টিটি কলেজ এবং অভয়চরণ এলপি স্কুল সেন্টারে ৭ জন করে, ৬ জন করে হলিক্রস স্কুল ও শরৎপল্লি এলপি স্কুলে, অধরচাঁদ এইচএস স্কুল এবং শিশুমন্দির হাইস্কুলে ৫ জন করে, ৩ জন কিরামুল্লা এলপি স্কুলে ও একজন করে পজিটিভ ধরা পড়ে বিসি রায় হাইস্কুলে, রাধামাধব এলপি স্কুলে, প্রণবানন্দ হলিচাইল্ড হাইস্কুল, রামানুজ বিদ্যামন্দির, এমএম বালিকা বিদ্যা নিকেতন কেন্দ্রে এবং ১০টি সেন্টারে একজনের দেহেও করোনার সংক্রমণ মিলেনি।

বাকসায় সড়ক দুর্ঘটনায় হত ব্যক্তি

বাকসা (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের বাকসা জেলার অন্তর্গত জালাহ পূর্ব খাগ্রাবাড়িতে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। টাটা ম্যাজিকের ধাক্কায় নিহত ব্যক্তিকে পূর্ব খাগ্রাবাড়ির বাসিন্দা ব্যবসায়ী বছর ৫৩-এর কুশল কাকতি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

বুধবার

ছয়ের পাতায়

কোভিড রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র এসইউসিআই (সি)-র

শিলচর (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোভিড আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়ে বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। শিলচর, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া, যোরহাট, তেজপুর, নলবাড়ি, লখিমপুর, নগাঁও, ধুবড়ি, মঙ্গলদৈ, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে দলের কর্মীরা প্ল্যাকার্ড হাতে অনলাইনে ও রাজপথে বেরিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এ উপলক্ষ্যে কাছাড় জেলা কমিটি সহ দলের ধোয়ারবন্দ, শিলচর, সোনাই, ধলাই আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাচে স্মারকপত্র প্রদান করে দাবি জানানো হয়েছে। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও অজুহাতে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের নামে টাকা আদায় করা চলবে না। সরকারের ব্যর্থতার জন্য আজ গোটা রাজ্যের মানুষ করোনা সংক্রমণের শিকার হচ্ছেন। অন্যদিকে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে অসংখ্য অসহায় মানুষকে। রাজ্য সরকারের দীর্ঘবছরের উদাসীনতার ফলে ভঙ্গুর স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর জন্যই কোভিড আক্রান্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য টাকা আদায়ের নির্দেশ জারি শুধু জনবিরোধী নয় অমানবিকও বটে।

স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, করোনার লক্ষণযুক্ত অসুস্থ রোগীদের দ্রুত আরটি-পিসিআর-এর রিপোর্ট প্রদান করে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। সেখানে ২,২০০ টাকা জমা দিতে সক্ষম লোকের রিপোর্ট ২৪ ঘণ্টার ভেতর প্রকাশ করা এবং যারা টাকা দিতে পারেন না এমন রোগীদের রিপোর্ট দেরিতে প্রকাশ করার ঘটনা চরম অমানবিক সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। রক্ত, প্লাজমা প্রভৃতি মানুষের জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় দান করছেন রোগমুক্তরা। আর সাধারণ জনগণের দান করা প্লাজমা, রক্ত বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিলেন কোন যুক্তিতে? এমনিতেই প্লাজমার অভাব রয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে।

তাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত মানুষকে প্লাজমা দানে একদিকে যেমন নিরুৎসাহিত করবে অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারের রোগীদের প্লাজমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে এবং এই সুযোগে টাকার বিনিময়ে প্লাজমা বিক্রির সিন্ডিকেট গড়ে উঠবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে স্মারকপত্রে। কোভিড-১৯-এর ভয়াবহ সংক্রমণ রুখতে সরকার ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু দরিদ্র মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁদের পক্ষে টাকা খরচ করে যাতায়াত করা সম্ভবপর নয়। সংক্রমণের শিকার রোগীদের চিকিৎসালয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেও সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিজের খরচে ঘরে ফিরতে নির্দেশে কার্যত হতাশার সৃষ্টি করছে। এতদিন সরকারের পক্ষ থেকে পৌঁছনোর ব্যবস্থা ছিল। এই নির্দেশ দরিদ্র মানুষকে চরম আর্থিক সংকটের দিকে ঠেলে দেবে।

এ ধরনের নানা অভাব-অভিযোগের বর্ণনা করে দীর্ঘ স্মারকপত্রে রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের দাবি পূরণ না করলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিয়েছে এসইউসিআই (সি)। এক প্রেস বার্তায় দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষে বিজিত কুমার সিংহ ও হিল্লোল ভট্টাচার্য এই তথ্য দিয়েছেন।

অসমে পুরকর্মচারীদের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজ্যজুড়ে চারদিনের কর্মবিরতি

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সারা অসম পুর কর্মচারী সংস্থার আহ্বানে তাঁদের বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্যের প্রতিটি জেলায় কর্মবিরতি অবস্থান ধর্মঘট চলছে। আজ এই কর্মবিতির চতুর্থ দিন। এই আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ৩১ আগস্ট। প্রথম দিন ছিল সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে বেলা ১১ টা থেকে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টার বিক্ষোভ প্রদর্শন। তবে বরাক উপত্যকায় লকডাউন থাকার জন্য ৩১ আগস্ট এক ঘণ্টার বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠাত হয়নি।

এর আগে দুদিন ২৬ এবং ২৮ আগস্ট স্থানীয় সচেতন মানুষ ও সংগঠনের পরামর্শ গ্রহণ করতে চলে যোগাযোগ পর্ব। তার পর ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে চলছে কর্মবিরতি অবস্থান ধর্মঘট আন্দোলন কর্মসূচি লাগাতার চলছে। চলবে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পুর কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ, পুরসভায় কর্মরত ফিক্স পে এবং ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের দাবিতে প্রতিবাদী কর্মসূচি রূপায়ণ করেছেন আন্দোলনকারীরা। এছাড়া, ২০১৪ সালের বিধি সরকারকে মেনে নেওয়া, পুরসভার কর্মচারীদের ৩ মাস থেকে ২৭ মাস পর্যন্ত পর্যন্ত বকেয়া প্রদানের জোরালো দাবিও রয়েছে কর্মচারীদের। এছাড়া পুরসভা এবং স্বশাসিত সংস্থাগুলির সুনির্দিষ্ট কর্মচারী পরিকাঠামো সম্পর্কিত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা, নতুন নিয়োগ বন্ধ করা, ষষ্ঠ তফশিলির অধীনে পুর কর্মচারীদের রাজ্য অর্থ কমিশনের আওতায় এনে বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনরত পুর কর্মচারীরা। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রাপ্য বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যাবলি সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রথম দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রেরণ করেছেন পুর ও স্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীরা।

এদিকে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড় হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার প্রতিটি পুরসভার কর্মচারীরা এই ধর্মঘট আন্দোলন কর্মসূচি সক্রিয়ভাবে পালন করছেন। কিন্তু তাঁদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে পরিচালিত এই কর্মবিরতি আন্দোলনে এ পর্যন্ত সরকারের তরফে কোনও প্রশাসনিক কর্তা খোঁজ নেননি বলে জানিয়েছেন হাইলাকান্দি পুর কর্মচারী সংস্থার সভাপতি শান্তনু দেব।

এবারের বন্যায় এ পর্যন্ত অসমে ১০০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে, বিধাসভায় মন্ত্রী অতুল

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এ বছর এখন পর্যন্ত বন্যায় অসমে ১০০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে। বিধানসভার বাদল অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে অগপ বিধায়ক পবীন্দ্র ডেকার এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা।

বিধানসভায় মন্ত্রী অতুল বরা জানান, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২.৮ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি বন্যার কবলে পড়ে নষ্ট হয়েছে। তিনি আরও জানান, এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করছে। মূল্যায়নের পরই ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য জানা যাবে। তবে আমরা অনুমান করছি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি হবে। কৃষকদের আর্থিক দুর্দশা মেটাতে ১৩৯.৬৪ কোটি, ৪৫.৩৯ কোটি এবং ৩৮.৪৩ কোটি টাকার তিনটি প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে।

এআইইউডিএফ-এর বিধায়ক সাহাবউদ্দিন আহমেদের পৃথক এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা জানান, রাজ্য সরকার কৃষকদের ঋণ মকুব সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আগস্টের ২৬ তারিখ কেন্দ্রের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের প্রত্যেকটি বন্যা কবলিত জেলায় গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ বছর রাজ্যের ৩০টি জেলার বহু ক্ষতি হয়েছে। সেই সব ক্ষতিপূরণ বাবদ অসম সরকার কেন্দ্রের কাছে ২,৩০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এ বছর বন্যায় অসমে ৩০টি জেলার ৫৬.৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন ১১৩ জন।

সাইবার অপরাধ, দেহব্যবসা সহ নানা কুকর্মের অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন আমসু নেতা এমরাদুল

মরিগাঁও (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সাইবার অপরাধ, দেহ ব্যবসা সমেত বিভিন্ন কুকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার মৈরাবাড়িতে গ্রেফতার করা হয়েছে সংখ্যালঘু ছাত্র সংগঠন আমসু-র প্রাক্তন নেতা এমরাদুল ইসলামকে। আইনের হাত থেকে বাঁচতে তিনি নিজেকে অতিমারি কোভিড-১৯ আক্রান্ত বলে জাল পজিটিভ রিপোর্ট বের করিয়ে পুলিশকে দেখিয়েছেন, এমন অভিযোগও উঠেছে এমরাদুলের বিরুদ্ধে।

এমরাদুল সত্যিই কোভিডে আক্রান্ত কিনা তা নিয়ে পুলিশের সন্দেহ হলে ফের টেস্ট করা হয়। মাত্র ২ ঘণ্টার ব্যবধানে কোভিড টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। মৈরাবাড়িতে পুলিশকে যে কোভিড টেস্টের রিপোর্টে দেখিয়েছিলেন, তাতে এসআরএফ নম্বর ছিল না, এতেই পুলিশে সন্দেহ হয়। এর পর দ্বিতীয়বার টেস্ট করা হলে টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুলিশ সূত্রের খবর, এমরাদুল দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তার স্ত্রী মনোয়ার ফারজি ভুরাগাঁও পঞ্চায়েতের সভানেত্রী। তিনি পঞ্চায়েতের সমস্ত অর্থ নিজের স্বামী এমরাদুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা রেখেছেন বলেও বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। তেলেঙ্গানা সমেত দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা এমরাদুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়, এমন-কি আরবের মতো বিদেশ থেকেও টাকা এমরাদুলের অ্যাকাউন্টে জমা হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে।

অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করলে কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক, বিজ্ঞপ্তি সরকারের

ইটানগর, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এখন থেকে কেউ অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করলে প্রথমে তাকে অতিমারি কোভিড-১৯ টেস্ট করতে হবে। তার পরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। ভিন রাজ্য থেকে এসে অরুণাচল প্রদেশে কেউ যদি প্রবেশ করতে চান তা হলে রাজ্যের প্রবেশদ্বারে অতিমারি

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

শিশুদের করোনা ভাইরাসের রোগ থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি

ডা. সত্যজিৎ চক্রবর্তী

সমগ্র বিশ্বই এখন করোনা ভাইরাসের নামে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কার যে কখন করোনা ভাইরাস আক্রমণ করবে আমরা জানিনা। মা-বাবা হিসেবে আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। একবার কাশি, মাথা ব্যথা হলে আমরা ঘাবড়ে যাই তার উপরে যদি শ্বাসকষ্ট হয় আমরা তাড়াতাড়ি কোন চিকিৎসককে দেখাই। যতক্ষণ না এর কোন ঔষধ বের হচ্ছে বা টিকা বের হচ্ছে আমাদের দুশ্চিন্তা কমবে না। শতকরা১৬ ভাগ শিশুদের কোন রকম অসুবিধা হয় না যদিওএরা (SARS Cov-19) দ্বারা আক্রান্ত। সাধারণত দেখা গেছে যে শতকরা ৪৫ ভাগ বাচ্চাদের কোন রকম উপসর্গ (Symptom) থাকে না। করোনা ভাইরাস থেকে সাধারণ জ্বরও কাশি থেকে নিউমোনিয়া (Covid -19) পর্যন্ত হতে পারে। মাধা ব্যথা থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই করোনা ভাইরাস আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বাচ্চাদের এই করোনা ভাইরাস ইন্‌ফেকশন হলে ওরা ভয় পেয়ে যায়বিশেষ করে মৃত্যুর ভয়। এই ভয়টি আমাদের রাজ্যের মধ্যেও দেখি। আত্মীয় স্বজনের এই রোগ কোথায় সঠিক চিকিৎসা করাবে সেই সব চিন্তাও থাকে। আমেরিকা ইটালি, ভারতবর্ষ, স্পেন, জার্মানী প্রায় সব দেশেই দেখা গেছে করোনা ভাইরাসের জোড়ে মৃত্যু। এই নিউমোনিয়া ভয়ঙ্কর হতে পারে অথচ এই করোনা ভাইরাসে কোন টিকা বা ঔষধ আজও নেই।

এখন যদিও সব বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য বাচ্চারা ওখানে গিয়ে তাদের বন্ধুদের সাথে মিশতে বা কথা বলতে পারে না। এদের যেন সামাজিকভাবে সাহায্য করা হয়। বিশেষভাবে মানসিক অবস্থা সুন্দর রাখতেই হবে।

যে কোন বয়সেই এই করোনা ভাইরাস রোগ হতে পারে। (Covid -19) রোগটা খুব কম সংখ্যক বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। বিপজ্জনক শিকার হন স্বাধীনতাহীন বাচ্চারা, স্থানান্তরিত বাচ্চারা, স্বাধীনতাহীন বাচ্চারা,যারা মা বাবার যত্ন পায় না। শরীরে বিকলাঙ্গতা থাকলে বা কোন গণ্ডগোলের জায়গায় থাকলে। করোনা রোগে জ্বর কাশি ছাড়াও গলা ব্যথা থাকতে পারে।

২ সপ্তাহ সময় লাগবে সেরে উঠতে। যাদের বেশি বেশী রোগটা হয়েছে তাদের তিন থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগতে পারে সেরে উঠতে।

কোন খাবার দ্বারা রোগটা ছড়ায়না। পায়খানার মাধ্যমে রোগটা ছড়ায়না।

কাঁচা মাংস,কাঁচা দুধ বা কাঁচা প্রাণীর (Organ) কখনও খাওয়া উচিত নয়, তবুও এসব থেকে করোনা রোগ হয় না।

বার বার যেন স্যানিটাইজার দিয়ে বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হয়। বিশেষ করে বাথরুমে গেলে বা খেতে বসার আগে। পরিচ্ছন্নতা যেন অবশ্যই পালন করা হয়। বয়স যদি ষাটের উপরে হয় কিম্বা অন্যান্য যে কোন রোগ যেমন হার্টের (উচ্চরক্ত চাপ) ডায়াবেটিস বহুদিন ধরে কোনরোগে ভোগে এদের রোগটা বেশি হতে পারে।

চল্লিশ বছর বয়সের পরে রোগটা যে কোন সময় হতে পারে। যারা বড় তারা জানে কি ভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করবে। এরা যেন সমাজ থেকে সাহায্য পায় আলাদা থাকতে পারে। তাদের যেন (Covid -19) না হয় এসবই সমাজের দেখা উচিৎ। হাত ধোবার পদ্ধতি। মাস্ক (মুখোশ) পড়াড় পদ্ধতি যেন ভাল করে বোঝানো হয়। দূরত্ব বজায় যে শেখানো যায়।

মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস আমরা দেখে আসছি ১৯৬০ সন থেকেই যা মানুষকে এবং প্রাণীদেরকে আক্রমণ করে।

অপরিণত বয়সের শিশুরা এবং এমনি শিশুরা যারা শ্বাসকষ্টে ভুগছে তা হয়তো করোনা ভাইরাসের কারণে।

একটা টীম (Team) চিন দেশের উহানে (Whan) অঞ্চলে পরিদর্শনে গিয়েছিল এবং এরা বলছে যে ২৩ শে জানুয়ারি থেকে ২ রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রোগটা মহামারীর মত ছিল। এই মহামারী সমগ্র বিশ্বতে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বাচ্চাদের প্রতি হিংসা বাড়ছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার যৌনগত অত্যাচার করা হচ্ছে।

ইস্কুল বন্ধ হওয়াতে ১.৫ বিলিয়ন শিশু উপকৃত হয়েছে। বেশি ভীড় যেখানে হয় সেখানে যাওয়া নিষেধ। বাচ্চাদের থেকেও রোগটা ছড়াতে পারে অন্যান্যদের মধ্যে।

তবে বেশীরভাগ বাচ্চারাই ভাল থাকে। সবাই এখন বলছেন যে প্রতিরোধ করাটা এখন সবচাইতে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। ২ বছর বয়সের নীচে বাচ্চাদের ধরেই রাখা যায়। ওদের কাছে রঙীন বই, পুতুল খেলনার গাড়ী থাকবে।

বাচ্চারা যেন কখনো হাত দিয়ে মুখ, নাক, এবং চোখ, না ধরে। ২ বছর বয়সের পড়ে যেন ওরা (Mask)পড়ে, দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং বার বার হাত ধুয়ে নেয় স্যানিটাইজার দিয়ে। বাচ্চাদের মধ্যে রোগটা হলেও এতটা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওরা সুস্থ হয়ে যায়। ভীরভাড় কোথাও আমরা না যাই। এই পৃথিবীতে সবাই যেন করোনা মুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। আমরা এই আশাই করব। সমস্ত পৃথিবীতে মহামারী ঘটাতে পারে যে ভাইরাস তাকে সাধারন ভাইরাস বলা যাবেনা একে আমরা একটি অত্যন্তভয়ঙ্কর ভাইরাস বলব। কেউ কেউ বলছে মালয়েশিয়াতেও নাকি এর মধ্যে দশগুণ শক্তিশালী ভাইরাস পাওয়া গিয়াছে।

বহু চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সাহায্যকারী কর্মী মারাগেছেন এই সব রোগীদের সাহায্য করতে গিয়ে। এরা আমাদের কাছে বিশাল সহায় এরা আছে বলেই কিছু চিকিৎসা আমরা করাতে পারি। রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে।

খুব শ্বাসকষ্ট হলে আমরা (Ventilation) এর সাহায্য পালন করা হয় নিতে পারি। এই সব কিছুতেই সাহায্য করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সবাইকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। উনাদের সম্পর্কে কোন বাজে কথাবার্তা না বললেই ভালো।

শিশুদের কি করে আমরা রক্ষা করবো এই রোগ থেকে খানিকটা হলেও বোঝানো গেল।

ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

আজকাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছে। আর সেই সঙ্গে চলছে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার নানান চেষ্টা। কারণ অতিরিক্ত ওজন বা ওবেসিটি যে হার্ট সমস্যা, ব্লাড সুগার, হাইপারটেনশনসহ নানা সমস্যার মূল কারণ তা আজ কারো অজানা নয়। একারণেই আজ অনেকেই ব্যায়াম, ডায়েট কন্টোলসহ নানা নিয়ম পালন করছে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব কিছুই কাজে আসছে না। এর কারণ ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা। এ সব ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করতে পারলে ওজন কমানোটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ব্যায়াম করলেই ওজন কমে, ডায়েটের দরকার নেই: অনেকে ভাবেন শুধু ব্যায়াম করলেই ওজন কমানো সম্ভব। জিমে গিয়ে ঘাম ঝরালে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের কোন দরকার নেই। খুবই ভুল ধারণা। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। আপনি হয়তো জিমে এক ঘণ্টা ব্যায়াম (নির্ভর করবে কী ধরনের ব্যায়াম করছেন তার ওপর) করে ১০০ থেকে ৩০০ ক্যালরি বার্ন করলেন। কিন্তু এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক বা একটা বার্গার খেলে আপনার শরীরে জমা হবে ১৫০০ থেকে ২০০০ ক্যালরি। অঙ্কটা কী এবার বুঝতে পারছেন? কাজেই শুধু জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরালে কোনো লাভ হবে না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে হবে হেলদি ডায়েট। ওয়েট ট্রেনিং করলে ছেলেদের মত পেশীবহুল শরীর হয়: এটা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। অনেক মেয়েই জিমে গিয়ে ওয়েট ট্রেনিং এর জন্য ”না” করে দেন এই ভেবে যে, ওয়েট ট্রেনিং করলে চেহারা ও বডি ছেলেদের মত মাসকুলার হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিকমত ওয়েট ট্রেনিং করলে কখোনোই বডি মাসকুলার হবে না। কারণ মেয়েদের মধ্যে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরনের অভাব। বরং বডি টোনিংয়ের জন্য ওয়েট ট্রেনিং একান্ত জরুরি। বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এবং মোটা হয়: বেশি বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এমন ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অনেকেই জল খাওয়া কমিয়ে দেন। এমনটা করবেন না। বরং শরীরের বিপাক ক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য জল অতি জরুরি। দিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১২ গ্লাস পানি অবশ্যই খেতে হবে। কলা খেলে মোটা হয়: একথাটা প্রায়ই শোনা যায়। অন্যান্য সব ফল খেলেও মোটা হবার ভয়ে কলা থেকে অনেকেই শত হাত দূরে থাকেন।

জল শূন্যতা বা ডি-হাইড্রেশন দূর করে যে সব খাবার

শরীরকে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শরীরে জলের অভাব হলে মানসিক শ্রান্তি, মাথা ব্যথা, ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, পেশীর সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপের মতো আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞরা সবসময় বলেন দৈনিক অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করতে। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৪৫-৬০ু আর একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৫০-৬৫ু। চলুন তবে জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখে নেয়া যাক !শরীরে জল কেন প্রয়োজন?১) খাবার থেকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো২) ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে সব বর্জ্য দূর করা।৩) শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা।৪) সংবেদনশীল টিস্যুগুলোকে রক্ষা করা।৫) ব্রেইন এবং গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করা।৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।৭) স্কিন এবং হেলথ ভালো রাখতে সহায়ক।৮) কিডনিকে ড্যামেজ হওয়া থেকে রক্ষা করে।৯) পুরো শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে।জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবারজল পানের সাথে সাথে কিছু বিশেষ খাবার খেয়েও পেতে পারেন জলশূন্যতা থেকে মুক্তি !শসাশসাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। শসা খুবই কম ক্যালোরি সম্পন্ন এবং এতে আছে ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণসহ ডিহাইড্রেশন দূরীকরণেও দারুণ ভূমিকা রাখে। লেটুসএতে আছে প্রায় ৯৬ু জল। তাই বুঝতেই পারছেন প্রতিদিনের খাবারে লেটুস রাখাটা শরীরের জন্য কতটা মঙ্গলের। তাছাড়া লেটুসে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও কে যা হাড় ও ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখে। আর শরীরকে জলশূন্য হতে দেয় না একদমই। স্ট্রবেরিএর ৯১ শতাংশই জল। এতে আছে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেলস। ডিহাইড্রেশন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস , বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে। তাছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউন সিসটেমকে ফিট রাখাতেও স্ট্রবেরির তুলনা নেই।কমলাএর ৮৮ু-ই জল। জানেন কি একটা কমলায় আধা কাপ জল থাকে। তাছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। ডিহাইড্রেশন ছাড়াও কমলা কিডনিতে পাথর হওয়াও রোধ করে। টক দইটক দইয়ের প্রায় ৮৮ ভাগই জল। তাছাড়া আছে ভিটামিনস ও মিনারেলস যা হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে। এতে আছে প্রচুর প্রোটিন। টক দই ডিহাইড্রেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য উতকৃষ্ট একটি খাবার।তরমুজতরমুজে প্রায় ৯২ শতাংশ জল থাকে। ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের খুবই কার্যকর একটি উতস এটি। ভিটামিন এ ও সি, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর তরমুজ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে।. টমেটোটমেটোর ৯৪ শতাংশই জল। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস, মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। টমেটো প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। তাই সুপ, সালাদ, তরকারি ইত্যাদিতে প্রতিদিন কমবেশি টমেটো রাখার চেষ্টা করুন। ফুলকপিএটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং হাইড্রেটিং একটি সবজি। এতে ৯২ু জল আছে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে এটি দারুণ কাজ করে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া এতে আছে প্রচুর ভিটামিনস ও মিনারলস যা ব্রেইন ও মেটাবোলিজম ভালো রাখে। বাঁধাকপিবাঁধাকপির ৯২ শতাংশই জল। এতে আছে ভিটামিন সি ও কে, বিভিন্ন মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস যা ইনফ্লামেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং কিছু ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। আর ডিহাইড্রেশন দূরীকরণে এই সবজির জুড়ি নেই। ডাবডাবে ৯৫ু জল থাকে।

মেকাপের দুর্বলতা ছাড়িয়ে নজর কাড়ে অভিনয়ের দক্ষতা, সন্ড কী আঁখ

গল্পঃ সত্য ঘটনা অবলম্বণে তৈরি এই ছবির পরতে পরতে মিশে রয়েছে এক না বলা গল্পের রেশ। দুই বৃদ্ধা বন্দুকবাজদের গল্প নিয়েই তৈরি সন্ড কি অঁখ ছবি। ষাঠ বছরের বেশি বয়সের দুই বৃদ্ধার অনবদ্য লক্ষ্যভেদের ইতিহাসই তুলে ধরল এই ছবি।

শুধথু দুই বৃদ্ধাই নয়, তাঁরা তাঁদের নাতনীদেরও নিশানায় পাক্কা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু এক সময় এই রহস্য আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না, তখনই বদলে যায় গল্পের মোড়।অভিনয়ঃ অনবদ্য তাপসী পান্নু ও ভুমি পেডনেকরের অভিনয়। দুই নায়িকাই একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পর্দায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। গল্পের উর্দে গিয়েই অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। গৃহ বধূ থেকে শুরু করে বন্দুক বাজ, প্রতিটি বয়সের ভাঁজেই তাঁরা যেন পার্ফেক্ট।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্য খুব যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছাপ চোখে পড়ে এই ছবিতে। যেখানে মেয়েদের সমাজে পরিচিতি বলে কিছু থাকে না। কেবল মাত্র ওড়নার রঙ দিয়েই কেটে যেত একটা মেয়ের জীবন। এমনই এক পরিবার থেকে উঠে এসে ঘুড়ে দাঁড়ানোর গল্প বলে এই ছবি।সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ সিনেম্যাটোগ্রাফি অনবদ্য। ক্যামেরার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মেকাপ আরও একটু ভালো হতে পাড়ত। অধিকাংশ সময়ই দেখে মনে হয় জোর করে মেকাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছবির এই খামতিকে শক্ত হাতে কাটিয়ে উঠেছেন তাপসী ও ভূমি। গল্প কোথাও গিয়ে যেন খানিক দর্শকদের এক পেশে মনে হতে পারে। তবে তা যে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম, সেই বিষয় কোনও দ্বিমত নেই।পরিচালনাঃ ছবির পরিচালনায় বিশেষ কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। অনবদ্য গল্প বলার ধরন। ছবির দুই অর্ধে খুব সুক্ষ্ম ভারসাম্য ধরে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষদের চিত্রায়ণ বেজায় সকলের নজর কাড়ে। তবে গল্পকে আরও একটু ফিল্মি কায়দায় তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিষয়বস্তু থেকে খানিক সরতে হয়েছে পরিচালককে।

পছন্দের চিনাবাদামের এত গুন আগে জানা ছিল কি!

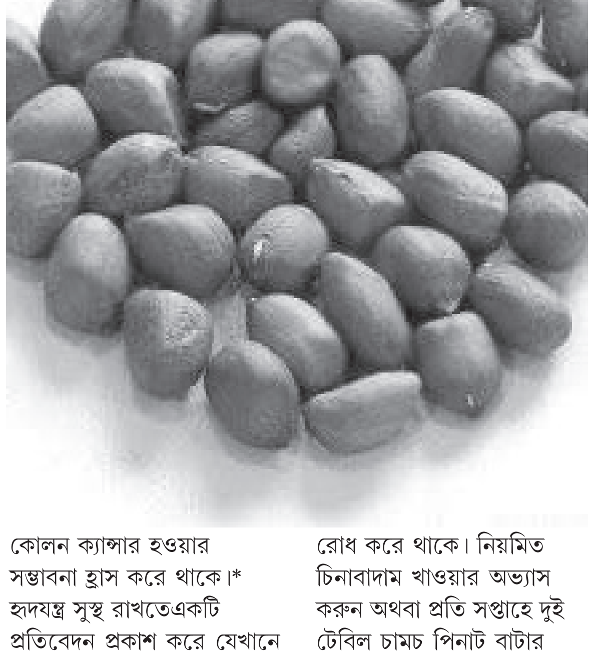

চিনাবাদাম অনেকেরই বেশ পছন্দের একটি খাবার। পার্ক কিংবা লেকের পাশে বসে আছেন আর চিনাবাদাম খাবেন না, তা কী করে হয়! আপনি হয়তো স্বাদের জন্য চিনাবাদাম খাচ্ছেন, কিন্তু এই চিনাবাদামেরও রয়েছে বিস্ময়কর কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা।* সোডিয়ামের মাত্রা কমানোলবণ খাওয়া অনেকের অভ্যাস। লবণ শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু চিনাবাদামে লবণ মিশিয়ে খেতে পারেন, এটি আপনার লবণ খাওয়ার আগ্রহ পূরণ করে থাকে, আবার সোডিয়ামের মাত্রাও বৃদ্ধি করে না।* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতেচিনাবাদাম ২১ু পর্যন্ত ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি শর্করা শোষনকে ধীরগতি করে থাকে। সকালের জলখাবারে চিনাবাদাম রাখুন, এটি সারাদিন আপনার ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ রাখবে। * পাকস্থলির পাথর দূরচিনাবাদাম পাকস্থলির পাথর দূর করতে সাহায্য করে থাকে। এক আউন্স চিনাবাদাম অথবা চিনাবাদামের মাখন পাকস্থলির পাথর ২৫ু পর্যন্ত দূর করে থাকে।* ক্যান্সার প্রতিরোধেচিনাবাদামে পলি-ফেনোলিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা পাকস্থলি ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে সপ্তাহে দুইবার চিনাবাদাম খাওয়া ২৭ু পুরুষ এবং ৫৮ু মহিলাদের কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে।* হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতেএকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়, যারা নিয়মিত চিনাবাদাম খেয়ে থাকেন, তাদের ৩৫ু পর্যন্ত হার্টের রোগ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। এছাড়া চিনাবাদাম খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে ভাল কোলেস্টেরল তৈরি করে, যা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে।* হতাশা দূর করতেসেরোটোনিন নামক উপাদান হতাশা দূর করে থাকে। চিনাবাদামে থাকা ট্রিপটোফেন উপাদান হতাশা রোধ করে থাকে। নিয়মিত চিনাবাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন অথবা প্রতি সপ্তাহে দুই টেবিল চামচ পিনাট বাটার খান। এটি হতাশা কাটাতে সাহায্য করবে।* ত্বক সুস্থ রাখেচিনাবাদামের ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই রিংকেল, বলিরেখা এবং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া রোধ করে থাকে। এতে রিসভেরাটোল যা সাধারণত রেড ওয়াইন এবং আঙ্গুরের রসে পাওয়া যায়, যা ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং ত্বক থেকে টক্সিন পর্দাথ দূর করে।

কী হল বলিউডের ”পাওয়ার কাপল”-এর? একসঙ্গে দেখা যাবে না রণবীর-আলিয়াকে!

বেশ কিছু সিনেমার প্রস্তাব এসেছে তাঁদের কাছে কিন্তু সবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে যখন জোর জল্পনা চলছে, সেই সময় হঠাত করে কেন তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন? বুঝতেই পারছেন রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের কথাই বলা হচ্ছে।বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। জানা যাচ্ছে, রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভটের কাছে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। কিন্তু রণবীর, আলিয়া প্রায় সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা ব্রক্ষ্মাস্ত্র যতদিন পর্যন্ত না মুক্তি পাচ্ছে, ততদিন তাঁরা আর একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন না বলে স্থির করেছেন। জানা যাচ্ছে, অনস্ক্রিনে তাঁদের রসায়ন দর্শকের কতটা ভাল লাগছে, সেই সবদিক বিচার করে তবেই তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার কথা ভাববেন। অর্থাত ব্রক্ষ্মাস্ত্র মুক্তি পাওয়া না পর্যন্ত রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট, একসঙ্গে অন্য কোনও সিনেমায় একসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন না।এদিকে বর্তমানে সামশেরার শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রণবীর কাপুর। অন্যদিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির গাঙ্গুবাই এবং করণ জহরের তখত-এর প্রস্তুতি শুরু করছেন আলিয়া ভাট।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনুন চুলের স্বাস্থ্য

মেথি-অলিভ অয়েল- বাজারে মেথি ও অলিভ ওয়েল সহজলভ্য। দুটি জিনিস কিনে এনে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন এই হেয়ার প্যাক। অলিভ অয়েলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হেয়ার ফলিকলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। বাটিতে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে মেথিগুঁড়ো মেশান। এই মিশ্রণ চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে হালকা শ্যাম্পু ও সামান্য উষ্ণ জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন।কলা-আমলকি-আমন্ড অয়েল- একটা পাকা কলা ভালো করে পেস্ট করে নিন। তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল এবং ২ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্যাল্প এবং চুলে লাগিয়ে নিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।দই-অলিভ অয়েল-ডিম- ২ টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে একটা ডিম ও ৩ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। এই প্যাক স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। সামান্য উষ্ণ জল ও শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে কন্ডিশনারও লাগাতে পারেন।আমলকি-নারকেল তেল-অ্যালোভেরা- ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। এর মধ্যে অ্যালোভেরা জেল মেশান সব শেষে। স্ক্যাল্প ও চুলে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।সহজলভ্য জিনিস দিয়ে ঘরে তৈরি এই প্যাকগুলো আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। এছাড়া উজ্জ্বলতাও ফিরে আসবে আগের মতোই।

যৌতুক নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পরিণীতি

যৌতুক নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পরিণীতি।অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার ছবি জাবাড়িয়া জোড়ি মুক্তি পেয়েছে, এই ছবিতে তাকে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বিপরীতে দেখা যাবে। এই ছবিটি বিহারের বিয়ের জন্য জোর করাকে নিয়ে।একটি সাক্ষাতকারে, পরিণীতি বিয়েতে যৌতুক নেওয়া নিয়ে কথা বলেছে। তিনি বলেছেন, যৌতুক নেওয়া ভারতে নিষিদ্ধ, কিন্তু সমাজে এখনো প্রচলিত আছে। পরিণীতি বলেছিল, সবাই জানে যৌতুক অবৈধ এবং অনৈতিক।এই অবস্থায়, অনেকেই এই অবস্থাকে উপহারের নামে ভালোভাবে পরিচয় করায়, আমার রাগ হয়। যৌতুক মানেই আপনি মেয়েটিকে কিনছেন, আমরা আমাদের মর্ডাণ মনে করি, কিন্তু তারপর আমরা কি করি? আমরা বিলাসিতার চাই। দেশের এমন চিন্তা ভাবনা দুর্ভাগ্যজনক।

ব্যাকরণের জ্ঞান বাড়বে সঙ্গীতচর্চায়!

শিশুর মনোরঞ্জনের সঙ্গে দক্ষতার উন্নয়নে সঙ্গীতচর্চা এক অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণের নাম। শিশু খেলার ছলে হাসবে, নাচবে, গাইবে- এর মধ্যে একটু একটু করে ওস্তাদ তাকে সঙ্গীতের মর্মার্থ বোঝানোর চেষ্টা করবেন। যেসব ছেলেমেয়ে সঙ্গীতের ছন্দের মর্মার্থ বোঝে, তাদের ব্যাকরণের জ্ঞানও ভালো হয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই জ্ঞান উপকারী ভূমিকা পালন করে। এসব শিশু ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলো সঙ্গীতের ছন্দের গঠনের মতো সহজ করে বুঝতে শেখে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমনটি জানা গেছে। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, যেসব শিশু গানের দুটি কলি গাওয়ার সময়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, তারা বাক্য ব্যবহারের পার্থক্যও সহজে নির্ণয় করতে পারে। এভাবে তারা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের জ্ঞান থেকে বিশেষ সুবিধা পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির কেনেডি সেন্টারের প্রধান লেখক রেইনা গর্ডন বলেন, সঙ্গীতের বোধশক্তি ব্যক্তির মস্তিষ্কের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিষয়টির প্রমাণ মেলে ছয় বছর বয়সী ২৫ জন শিশুর ওপর চালানো গর্ডনের এই পরীক্ষায়।

আমার ছেলে অভিনেতা হবে না: শাহরুখ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ছেলের মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে। আরিয়ানের কেরিয়ারের বিষয়ে বলতে গিয়ে এমনটাই বললেন শাহরুখ খান। ছেলে আরিয়ানও যে অভিনয় করার বিষয়ে আগ্রহী না, সেটাও জানালেন তিনি।ডেভিড লেটারম্যানের এক টক শোতে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেখানে অভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন বক্তিগত বিষয়েও আলোচনা করতে দেখা যায় কিং খানকে। ছোটবেলা, গৌরির সঙ্গে সম্পর্ক, অভিনয় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে খুল্লামখুল্লা ছিলেন বাদশা। আলোচনার মাঝেই উঠে আসে ছেলে আরিয়ানের প্রসঙ্গ। সেখানেই শাহরুখ বলেন, ’ওর(আরিয়ান) মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে।’ তবে এটা যে কেবলমাত্র শাহরুখের নিজের উপলব্ধি তা কিন্তু নয়। বাদশা জানান, ছেলে আরিয়ান নিজেই একদিন তাঁকে এসে জানান যে তিনি অভিনেতা হতে চান না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরিয়ান বলেন, ’আমি অভিনয় করব না। কারণ আমি অভিনয় করতে গেলেই সবাই আমাকে বাবার সঙ্গে তুলনা করবে।’ শাহরুখ নিজেও মনে করেন যে সেটি একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠতে পারে।এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ফিল্ম স্কুলে পড়াশুনা করছেন আরিয়ান। তবে, অভিনয় নয়, সিনেমার পরিচালনা ও স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়েই ঝোঁক তাঁর। আর ছেলের সেই ইচ্ছাকেই সমর্থন করতে চান কিং খান। তবে, শাহরুখের মেয়ে সুহানা আপাতত অভিনয়ে মন দিতে চান। ইতিমধ্যে একটি শর্ট ফিল্মেও অভিনয় সেরে ফেলেছেন তিনি।

বুধবার আগরতলা পুলিশ মাস্ক বিরোধী অভিযান চালান। ছবি- নিজস্ব।

পূর্ণ সমর্থন অভিন্ন ভোটার তালিকায় : ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দেশের শ্রম, অর্থ, কর্ম দিবস, পরিকল্পনা রক্ষা করাটাই আসল গণতন্ত্র রক্ষা হোক না। অভিন্ন ভোটারতালিকা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘের প্রদেশ কার্যকরী সদস্য ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, "এই প্রস্তাবে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

সমর্থনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে রঞ্জনবাবু জানান, "ভারতবর্ষের মতো অত্যাধিক জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত চার মাস ধরে আসমুদ্রহিমাচল এই ভূমিতে আট-দশটি ধাপে বা পর্যায়ে লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয় ।প্রত্যেক বছরেই ভারতবর্ষের কোনও না কোনও রাজ্যে বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুরসভা সহ অসংখ্য নির্বাচন ও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার প্রভাব উন্নয়নের উপর সরাসরি পড়ে। যে কোনও একটি রাজ্যের একটি মাত্র বিধানসভা উপনির্বাচনের স্বার্থেই গোটা রাজ্য বা দেশ জুড়ে মাস তিন ধরে 'আদর্শ নির্বাচন বিধি' পালন করতে হয়। প্রচলিত সরকারি প্রকল্প, বকেয়া কাজ, নতুন নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি সকল উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনকি ওই নির্বাচনে অংশ নেওয়া কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থক অভিনেতা বা খেলোয়াড়ের যাবতীয় টেলিভিশন প্রদর্শনী বন্ধ রেখে বিজ্ঞাপনী আয় থেকেও সরকার বঞ্চিত হয়।

যাবতীয় শব্দবিধিকে উপেক্ষা করে মাসাধিক কাল ধরে শব্দ দূষণ, দৃশ্য দূষণ, সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত দূষণ, বাচনভঙ্গীর দূষণ এসবই গণতন্ত্রকে সহ্য করতে হয়। এছাড়া সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংস্কৃতিকে শিকেয় তুলে নির্বাচন ক্ষেত্রে ভিনজেলা মায় ভিন্ন রাজ্য থেকেও অর্থ সংগ্রহ ও বাহুবলী আমদানি করার ফলে সমাজ কাঠামোর উপর সরাসরি আঘাত এসে পড়ে। এই রাজ্যে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শতাধিক মানুষের মৃত্যু সহস্রাধিক মানুষের আঘাতটি আসলে 'গণতন্ত্র' শব্দটিকেই আঘাত করেছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে এবং গোটা দেশের জনগণ তাদের লোকসভা ও বিধান সভার প্রতিনিধিদের একই সাথে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নেহেরু"র কেন্দ্রীয় সরকার কেরলের অ কংগ্রেসি বিধানসভা ভেঙে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলে যুগপৎ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ফাটল ধরে। এরপর একের পর এক রাজ্যে অ কংগ্রেসি সরকারগুলিকে ৩৫৬ ধারায় বা ঘোড়া কেনাবেচার মাধ্যমে ফেলে দিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বছর বছর নির্বাচনের এই রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ শুরু করেন। বাজপেয়ীজির আমলে তিনি নিজে অথবা দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলে আডবাণীজির উদ্যোগেই পুনরায় 'এক দেশ এক নির্বাচন' প্রস্তাবটির পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখা দেয়।

রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন মাননীয় প্রনব মুখার্জিও একাধিক বার এর পক্ষে সহমত পোষণ করেন। মোদী সরকার প্রথম থেকেই দেশের অর্থ, শ্রম ও সময় খরচকে সংকুচিত করতে 'এক দেশ এক নির্বাচন' প্রস্তাবটির চর্চা শুরু করেন ।রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও সায় দেন। অপরদিকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকেও উৎসাহ দেওয়া হয়। কারণ সাংবিধানিক অধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি ধারা সংশোধন ও জন প্রতিনিধি আইনের কিছু সংস্কার ছাড়া এটা সম্ভব হবে না।

এই আগস্টে মোদীজি পুনরায় 'এক দেশ এক নির্বাচন' প্রস্তাবটির চর্চা শুরু করলে ব্যক্তি কেন্দ্রীক আঞ্চলিক দলগুলো এবং জনসমর্থনহীন বামপন্থী দলগুলো স্বাভাবিক ভাবেই রাস্তায় নেমে বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। কারণ সারা বছর ধরেই নির্বাচন কেন্দ্রীক অর্থ সংগ্রহ করে বছরভর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা এই দলগুলো করে। পাঁচ বছরে একটি নির্বাচন হলে ব্যক্তিকেন্দ্রীকতার পরিধি সংকুচিত হবে এবং অর্থ সংকটও দেখা দেখা দেবে। ঘোড়া কেনাবেচা বন্ধ করতে এবং অনাস্থা প্রস্তাব এনে পঞ্চায়েত বা বিধানসভা ভেঙে ফেলতে চাইলে প্রস্তাবকারীদেরকেই আস্থা প্রমান করার ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার অক্ষুন্ন রেখে নির্বাচন এড়ানো সম্ভব হয়। যে মধ্যবিত্ত এক ছাদের তলায় সব্জি-মুদি-কাপড়-সিনেমা, সব খুঁজতে বৃহৎ শপিং মল এ দৌড়ান, তাঁরা কিন্তু এক লাইনে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েত থেকে সাংসদ নির্বাচন ক্রিয়ার বিরোধিতা করবেন না বলাই বাহুল্য।

বন্যায় করিমগঞ্জের সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে প্রায় ছয় হাজার হেক্টর কৃষিখেত প্লাবিত, এলাকা পরিদর্শন আধিকারিকের

করিমগঞ্জ (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরুণ দেবতার রোষানলে পড়ে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। ভাদ্রের অকাল বর্ষণে কৃত্রিম বন্যার কবলে পড়ে লঙ্গাই নদীর পশ্চিমাঞ্চলের শত শত বিঘা কৃষিখেত নষ্ট হতে চলছে। সর্বস্ব হারিয়ে পথে কৃষকরা জেলা কৃষি আধিকারিকের কাছে তাঁদের দুর্ভোগের কথা ফোন মারফত তুলে ধরেন। কৃষকদের কাছে তাঁদের দুর্দশার খবর পেয়ে করিমগঞ্জ জেলা কৃষি আধিকারিক আব্দুল বাতিন চৌধুরী বিভাগীয় অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আঙ্গুরা ও গান্ধাই গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) এলাকায় কৃত্রিম বন্যাক্রান্ত এলাকাগুলো সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন।

আঙ্গুরা জিপি-র সভানেত্রীর প্রতিনিধি তথা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক একলাসুর রহমান, কৃষকমুক্তি সংগ্রাম সমিতির জেলা সভাপতি ফজলে আলম সিদ্দেকি জেলা কৃষি আধিকারিককে জানান, লঙ্গাই নদীর জল বিপদসীমার অনেক নিচু দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কোথাও নদীবাঁধ ভাঙেছে বলে খবর নেই। অথচ বৃষ্টির জমা জলে কৃষকদের সর্বস্ব নষ্ট করে দিচ্ছে। কোথা থেকে এই বিশাল পরিমাণ জল এসেছে? কৃষি আধিকারিকের এই প্রশ্নের জবাবে আঙুরা জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি একলাসুর রহমান ও কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির জেলা সভাপতি ফজলে আলম সিদ্দেকি বলেন, বিগত কয়েকদিনের ধারা বর্ষণে বাংলাদেশের পল্লাছড়া নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এই নদীর জলই অনবরত সীমান্তের নিচু এলাকা দিয়ে এপারে ভারতে প্রবেশ করছে। প্রমোদনগর বাগানের পাশ দিয়ে সেই জল গান্ধাই ছড়ায় প্রবেশ করলে স্থানীয় উপনদীগুলোতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এতে নিচু এলাকাগুলো কৃত্রিম বন্যার কবলে পড়েছে।

কৃত্রিম বন্যার তাণ্ডবে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার হেক্টর শাইলখেত জলের তলায় চলে গিয়েছে। সেই সঙ্গে গত কয়েকদিনের ধারা বর্ষণে পরিস্থিতি আরও ভয়বহ আকার ধারণ করেছে। এতে উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের অনেক এলাকায় কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়ে হাজার হাজার বিঘা শাইল খেত সহ মরশুমি সবজি খেতও জলের তলায় চলে গেছে। এ নিয়ে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের।

জিডিপির ঐতিহাসিক পতন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জিডিপির ঐতিহাসিক পতন এবং পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। সব কিছুর জন্য প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী দায়ী বলে জানিয়েছেন ওয়ানাডের এই সাংসদ। চলতি আর্থিক বছরে প্রথম ত্রৈমাসিক জিডিপির পতন হয়েছে -২৩.৯ শতাংশ।ভারতের স্বাধীনতার পর এত ব্যাপক জিডিপির পতন আর কোন কখনো হয়নি। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, "মোদী মেড ডিজাস্টার" জন্য দেশের এই হাল হয়েছে। নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ঐতিহাসিক ভাবে জিডিপির পতন হয়েছে -২৩.৯ শতাংশ, বিগত ৪৫ বছরে বেকারত্বের হার সর্বাধিক, ১২ কোটি মানুষ নতুন করে কর্মহীন হয়ে পড়েছে, গোটা বিশ্বের সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা ভারতে, কেন্দ্র রাজ্য সরকার গুলিকে জিএসটি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ দেয়নি। এমনকি সীমান্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আগ্রাসন। এসবই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার প্রমাণ বহন করে চলেছে। সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবের জন্যই এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে দেশ। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের বেহাল আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে রাহুল গান্ধী এর আগেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ।মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় তিনি লিখেছিলেন, দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া নোট বন্দির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এরপর থেকে ক্রমাগত সরকার ভ্রান্ত নীতি নিয়ে চলেছে। দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া নোট বন্দির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এরপর থেকে ক্রমাগত সরকার ভ্রান্ত নীতি নিয়ে চলেছে।

রিয়া চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যদের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য তদন্তে করছে সিবিআই।সেই উপলক্ষে ক্রমাগত দুইদিন ধরে অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর বাবা ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীকে ম্যারাথন জেরা করে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে অভিনেত্রীর মা সন্ধ্যাকেও জেরা করেছে সিবিআই। অন্যদিকে এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বরুণ মাথুরকে।নারকটিকস কন্টোল ব্যুরো এনসিবি তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে দুইজন মুম্বই এবং একজন গোয়ার বাসিন্দা। এই মাদক পাচারকারীদের সঙ্গে দিয়া চক্রবর্তীর ভাইয়ের সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে এই মামলার তদন্তে নেমে সিবিআই

ছয়ের পাতায়

উত্তর ২৪ পরগণায় দুরন্ত গতিতে বাড়ছে করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যু, চিন্তিত প্রশাসন

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনার শুরু থেকে কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। গোটা রাজ্যে সুস্থতা হু-হু করে বাড়লেও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সংক্রমণ কার্যত রকেটের গতিতে বেড়ে চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ফলে, এই জেলা নিয়ে এখন কার্যত বিপর্যস্ত দশা রাজ্য প্রশাসনের।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে খুব শীঘ্রই এই জেলায় সংক্রমণ নাগালে না এলে আগামী এক-দেড় মাসের মধ্যে তা দৈনিক ১০০০ জনকে সংক্রমিত হওয়ার রেকর্ড গড়ে ফেলবে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মধ্যে এবং নবান্নে এই নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কারণ, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কলকাতা শহরের সংক্রমণ রুখে দেওয়া গিয়েছে। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে প্রতিদিনই কলকাতায় চেয়ে উত্তর ২৪ পরগণায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে নবান্ন ও স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বারংবার উত্তর ২৪ পরগণায় বিবিধ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। গত মাসেই উত্তর ২৪ পরগণার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে।

কিন্তু তাতেও সংক্রমণ কিছুতেই কমছে না। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, উত্তর ২৪ পরগণায় সংক্রমণ বাড়ছে এটা ঠিক। আগের চেয়ে অনেকটাই সংক্রমণ রোধ করা গিয়েছে। কিন্তু এই জেলায় জনসংখ্যা ও অন্যান্য বিবিধ কারণে সংখ্যার নিরিখে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এখানে। কিন্তু এখানেও সুস্থতার হার ৮০ শতাংশের পাশেই। তাঁদের আশা, আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যেই এই ফল পাওয়া যাবে। তাতে উত্তরের সংক্রমণের হার আরও কমবে।

করোনা-আক্রান্ত অফিসার, স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত

দেহরাদুন, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিন-দিনের জন্য স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। বুধবারই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, সেই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বুধবার রাজ্য সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। তাই তিন-দিনের জন্য স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে চলে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বন্ধ হল কেন্দ্রের বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার কিট, অসন্তোষ রাজ্যের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সাফ জানিয়ে দিল, পশ্চিমবঙ্গকে আর নিখরচায় করোনা নির্ধারক আরটিপিসিআর কিট দেওয়া হবে না। এতে রাজ্যগুলোর উদ্বেগের পারদ কয়েকগুণ চড়ল।

দেশের শীর্ষ স্বাস্থ্য সংস্থা আইসিএমআরের তরফে রাজ্যকে জানানো হয়েছে, করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির লালারস পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিট ও ভিটিএম খোলাবাজার থেকেই স্বাস্থ্য দফতরকে কিনতে হবে। পরিণাম, শুধুমাত্র কিট কিনতেই রাজ্যের কোষাগার থেকে রোজ বেরিয়ে যাবে অন্তত আট লক্ষ টাকা। উপরন্তু রয়েছে লালারস সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়ার ভিটিএম (ভাইরাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম) কেনার খরচ।

আইসিএমআরের ওই বার্তায় জানানো হয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকেই আরটিপিসিআর কিট এবং লালারস সংরক্ষণের ভিটিএম রাজ্যকে কিনে নিতে হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অজয় চক্রবর্তীর কথায়, "আইসিএমআরের অবস্থান জানার পর স্বাস্থ্য দফতর জরুরি ভিত্তিতে আরটিপিসিআর কিট ও ভিটিএম কিনেছে।" দফতরের খবর, অন্তত দেড় মাসের রসদ জোগাড় হয়েছে। আরও মজুতের প্রস্তুতি চলছে। না দিলে কিনতেই হবে। পরীক্ষা তো বন্ধ থাকবে না। তবে আগামী দিনে খরচ অনেকটাই বেড়ে গেল।"

শুধু কিট বা ভিটিএম নয়। ল্যাবরেটরিতে করোনা পরীক্ষার আনুষঙ্গিক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, যেমন সিপলার বা হাই সেনসিটিভ স্পেক্টমেট্রিকও এখন আইসিএমআর অনুমোদিত ভেন্ডার বা সরবরাহকারীর থেকে কিনতে হবে। সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষার খরচ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে রাজ্য প্রশাসন ঘোর দুশ্চিন্তায়।

স্বাধীনতা দিবস থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৭০টি ল্যাবরেটরিতে দিনে গড়ে ৪০-৪৫ হাজার আরটিপিসিআর পরীক্ষা হচ্ছে। নবান্নের নির্দেশে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তার মধ্যে দিল্লির এ হেন চিঠি পেয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য-অর্থ বিভাগের তরফে পুরো বিষয়টি অর্থসচিবকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। অজয়বাবু বলেন, "আইসিএমআর থেকে চারটি নির্দিষ্ট ভেন্ডারকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। টেন্ডারের মাধ্যমে তাদের থেকেই কেনা হবে।" শুধুমাত্র সরকারি ল্যাবরেটরি বা হাসপাতাল নয়, আইসিএমআর অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরিও স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে এতদিন নিখরচায় কিট, ভিটিএম পেয়েছে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ এবার কলকাতার পুজোয়

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল থেকে গোটা দেশ। সবার জানা তন্ত্রধারক হিসেবে প্রায় ৫০ বছর ধরে নিজের বাড়ির দুর্গাপুজো করে এসেছেন প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়। আর এবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ চলবে কলকাতার পুজো মণ্ডপে।

ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে।

ছয়ের পাতায়

পিএম কেয়ার ফান্ড- এ দাতাদের নাম প্রকাশ্যে আনার দাবিতে সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা মহামারী রোধে পিএম কেয়ার ফান্ডের অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে বলা হয়েছে ফান্ড তৈরি করার পর প্রথম পাঁচ দিনে অর্থাৎ ২৭ থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে ৩০৭৬ কোটি টাকা জমা পড়েছিল। এরমধ্যে ৩০৭৫.৮৫ কোটি টাকা দেশের মধ্যে থাকা সংস্থাগুলি স্বেচ্ছায় দিয়েছিল। বাকি পড়ে থাকা ৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা বিদেশ থেকে এসেছিল। এই ফান্ড পথ চলা শুরু করেছিল ২.২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে। সুদ বাবদ এই ফান্ডের যুক্ত হয়েছে আরো ৩৫ লক্ষ টাকা। কারা পি এম কেয়ার ফান্ডে অর্থ দান করেছে সেই খতিয়ান সর্বসমক্ষে আনেনি কেন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়েছে দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। পিএম কেয়ার ফান্ডে দাতাদের নাম প্রকাশ্যে না আনার জন্য কেন্দ্রের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম।এই ফান্ডে কত টাকা জমা পড়েছে তা সার্বজনীন করা হলো কিন্তু দাতাদের নাম কেন সার্বজনীন করা হলো না। কেন্দ্র কি আদৌ ভয় পাচ্ছে বলে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার বাড়তি অর্থ জমা হলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গুলি নিয়ম রয়েছে দাতার নাম প্রকাশে আনা। ফলে এ ক্ষেত্রে সেটা কার্যকর করা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পিএম কেয়ার ফান্ড নিয়ে বরাবরই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে এসেছে এসেছে কংগ্রেস। তাদের বরাবরই দাবি ছিল বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যখন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল রয়েছে তখন ফের নতুন করে এই ফান্ড তৈরির উদ্দেশ্য কোথায়।

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে। দক্ষিণ এবং মধ্য-পশ্চিম রাজ্যগুলিকে বাদ দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, শিকাগো, হিউস্টন সহ একাধিক শহরে আর্থিক গতিবিধি বেড়ে চলেছে। অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে কাজ শুরু হয়েছে। আইওয়া, মন্টেনা, দক্ষিণ ডাকোটায় সংক্রমিত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছয় লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার। অন্যদিকে গত সোমবার দর্শক সমাগম ছাড়াই নিউইয়র্ক এর ফ্লাশিং মিডোয় শুরু হয়ে গিয়েছে ইউএস ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে পাঁচ মাস পর নিউজার্সিতে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ খুলে দেওয়া হয়েছে। ফ্লোরিডা শহরে রেস্তোরাঁ এবং পানশালা খুলে দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক রাজ্যে স্কুল কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি আরো দুই সপ্তাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ানা, হাওয়াই, ইয়োকোহামায় করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

করোনা বিধি মেনে ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীদের কাছে আর্জি শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পক্রিয়াল নিশাঙ্ক জেইই মেনস পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে রাজ্য সরকারগুলি করোনা মোকাবিলায় সমস্ত রকমের পদক্ষেপ কঠোরভাবে নিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের উচিত করোনা গাইডলাইন পালন করে ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা দেওয়া।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পক্রিয়াল নিশাঙ্ক নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, জেইই দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার পরীক্ষাকেন্দ্রে করোনা বিধি মেনে পরীক্ষা আয়োজন করেছে। পরীক্ষার্থীদের উচিত ধৈর্য সহকারে সমস্ত ধরনের করোনা বিধি পালন করে পরীক্ষা দেওয়া। সকলের জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল। উল্লেখ করা যেতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ভর্তির পরীক্ষা জেইই মেন্স শুরু হয়ে গিয়েছে। দেশের ৬৬০ টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা চলছে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলবে বলে জানা গিয়েছে।

১৮ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,৩১৮ জনের, সংক্রমিত ২,৯৬,৫৯০

ইসলামাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমছে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও কমেছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪১ জন। বুধবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৯০-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৬,৯২১ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,৯৬,১৫ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৬,২৬৫, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৬৬৬, বালোচিস্তানে ১২,৮৯৯, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,৯২২ এবং আজাদ কাশ্মীরে ২,৩০২।

ছয়ের পাতায়

জিডিপির পতন নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জিডিপির পতন নিয়ে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে চলেছে দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস।এই তালিকায় নতুন সংযোজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম।বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি নিজের আগের বলা কথার ওপর গুরুত্ব দেন, তবে আজকের সময় অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। দেশের তরুণ প্রজন্মের হাতে কর্মসংস্থান তুলে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।দেশের অর্থব্যবস্থাকে পুনরায় শক্তিশালী করতে ভালোনীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সাত বছরের পুরনো টুইট প্রকাশ্যে আনেন পি চিদাম্বরম।

২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদীর সেই টুইটে লেখা রয়েছে, "রাজনীতি ছেড়ে তরুণ প্রজন্মের হাতে কর্মসংস্থান তুলে দেওয়া উচিত।বেহাল অর্থব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা একান্ত প্রয়োজন।" এই প্রসঙ্গে পি চিদম্বরম নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, "সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আপনাকেও আমি এই একই কথা বলব।" প্রধানমন্ত্রী যদি নিজের বলা কথার ওপর গুরুত্ব দেন তবে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে করোনা সংকটের আগেই ভারতের অর্থনীতি ধীর গতিতে চলছিল।করোনা সংকটকালে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। চলতি অর্থবর্ষে প্রথম ত্রৈমাসিক জিডিপির পতন হয়েছে। -২৩.৯ শতাংশ নেমে গিয়েছে জিডিপি।বিগত ৪০ বছরে এমন ধরনের পতন আর হয়নি।

অসমে নতুন ২৬৮৪ জনকে নিয়ে কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ১১১৭২৫, পজিটিভর হার ৭.২৪ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত নতুন ২,৬৮৪ জনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নতুন আক্রান্তদের নিয়ে রাজ্যে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১১,৭২৫। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ৭.২৪ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭,০৬৬ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ২৩ লক্ষ নাগরিকের করোনা টেস্ট হয়েছে। এদিকে গতকাল মৃত্যু হয়েছে নয়জনের। তাঁদের নিয়ে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে নিহতের সংখ্যা ৩১৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল পজিটিভদের মধ্যে কামরূপ মহানগরের সর্বোচ্চ ৬১৮ জন। এর পরেই যথাক্রমে কাছাড়ের ১৭৪, ডিব্রুগড়ের ১৫৭ এবং যোরহাটের ১৪১ জন। অন্যদিকে যে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা যোরহাটের বুলীন্দ্রনাথ বরা (৬৮) ও তীর্থ গগৈ (৫৮), হোজাইয়ের পাপড়ি নন্দি (৩৯), মনতোষ রায় (৫৪) ও নজরুল ইসলাম (৪৫), নলবাড়ির কেশবচন্দ্র দাস (৭৫), ধেমাজির প্রণিতা ভরালি (৪৫), করিমগঞ্জের হিমাংশু সেনগুপ্ত (৭৫) এবং ডিব্রুগড়ের সুবল দে (৭২)। প্রয়াতদের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করার পাশাপাশি তাঁদের চিরশান্তি কামনা করে শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত, রাজ্যে এখনও সক্রিয় কোভিড রোগীর সংখ্যা ২৪,৫১৪। তাছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছুটি পেয়েছেন ৮৬,৮৯৩ জন। এদিকে তিন রোগী বহিঃরাজ্যে রয়েছেন বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর টুইট আপডেটে জানিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২১৫ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১,২২,৫৯৬

ব্রাসিলিয়া, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্রাজিলে আরও ১,২১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিল করোনাভাইরাস। বাড়তে বাড়তে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১২২,৫৯৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায়,(মঙ্গলবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,২১৫ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যুর সংখ্যা ১২২,৫৯৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২,৬৫৯ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৯৫০,৯৩১।

তিনবছরে খোঁজ নেয়নি জেলা নেতৃত্ব, সোশ্যাল সাইটে তৃণমূলের

দুর্গাপুর, ২ সেপ্টম্বর(হি.স.): ”নিস্ক্রিয়” তালিকায় ৫১ নংয়ে নাম। তার ওপর গত তিনবছর দলের জেলা নেতৃত্ব যোগাযোগ করেনি বলে অভিযোগ। গলসি-১ নং ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সৌজন্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকমই এক পোষ্টকে ঘিরে বিস্তর জল্পনা ছড়াল শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানে।

জনার্দন চ্যাটার্জী। তৃণমূল কংগ্রেসের গলসী-১ ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি। তাছাড়া গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় একসময় বামেদের অভেদ্য দূর্গ বলে পরিচিত ছিল গলসী-১ নং ব্লক। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে ব্লকে লড়াই করেছেন জনার্দনবাবু। যার অনেক ঘটনায় এখনও সাক্ষী বহন করে। এমনকি ২০১২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা শিরোনামে উঠে এসেছিল। ব্লক অফিসের সামনে দলের অন্য গোষ্ঠীর দ্বারা হামলার শিকার হন। এমনকি পরনের পোশাক পর্যন্ত ছিঁড়ে দিয়েছিল। পরে মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে বোর্ড গঠন হয়। তারপর খড়ি নদীতে অনেক জলই বয়ে গেছে। ২০১৬ পঞ্চায়েত নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দিতা করেননি তিনি। নিজেকে গৃহবন্দি করে রাখেন। দলের কোন কর্মসুচীতেও দেখা মেলেনি। তারপর থেকে জল্পনার সুত্রপাত এবং দলের অন্দরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে থাকে জনার্দনবাবু কি দল ছাড়চ্ছেন? না রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন? যদিও নিজের বাড়ীর বৈঠকখানায় রুটিনমাফিক বসতেন। অনুগামীরা আসা-যাওয়া করতেন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকে তার ছবি দিয়ে সোশ্যাল সাইটে নানান লেখা ভাইরাল হতে শুরু করে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে তার মতো নেতৃত্বকে পুনরায় ফেরানোর জোরালো দাবী তোলে। বিগত কয়েকমাস রাজ্যজুড়ে পিকে”র টিম সার্ভে কাজ করছে। জানা গেছে তার কাছেও এসেছেন। বিতর্কের সুত্রপাত তৃণমূলের পুরোনো কর্মীদের ফিরিয়ে আনতে বিধায়কদের বৈঠক ডাকা নিয়ে।

সম্প্রতি সোশ্যাল সাইটে জনার্দন বাবুর সৌজন্যে এবং তাঁর ছবি দিয়ে একটি লেখা ভাইরাল হয়। তার শিরোনামে লেখা ”পেয়ার মে সওদা নেহি”। শুধু তাই নয় নিস্ক্রীয় ক্রমিক নম্বর ৫১ বলছি বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি একরাশ ক্ষোভ অভিমান ব্যাক্ত করে অভিযোগ তুলেছেন গত তিনবছরে জেলা সভাপতি একবারও যোগাযোগ করার সময় বা প্রয়োজন বোধ করেন নি। আর এখানেই বিতর্ক ও জল্পনার সুত্রপাত। গত কয়েকদিন ধরে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ঘোষনার অপেক্ষায় কর্মীরা। অনেকের মুখে গলসী-১ নং ব্লকে জনার্দনবাবুর নাম শোনা যাচ্ছে। তার আগে এধরনের পোষ্টকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যদিও জনার্দনবাবু বলেন,' এবিষয়ে দল বলবে। আমি তো নিস্ক্রীয়কর্মী, বহিস্কৃত নই।' তবে তৃণমূলের গলসী- ১নং ব্লকের সভাপতি জাকির হোসেন বলেন,' জনার্দনবাবু দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি। বহু পুরোনো নেতা। দুর্দিনে পার্টিটা করেছেন। দলের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি তিনি। নিজের বক্তব্য বলেছেন। ইদানীং দলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। নিস্ক্রীয় বিষয়টি দলের। এখনও তিনি সক্রিয়ভাবে আসলে দলের পক্ষে ভাল হবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের পুর্ব বর্ধমান জেলার চেয়ারম্যান মমতাজ সঙ্ঘমিতা জানান,' দলের কাজের জন্য দায়িত্বে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। সাধারনকর্মী কিম্বা দলের একজন সৈনিক হিসাবেও কাজ করা যায়।'

সংক্রমিত ২,৯৬,৫৯০

পাচের পাতার পর

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,৩১৮ জনের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

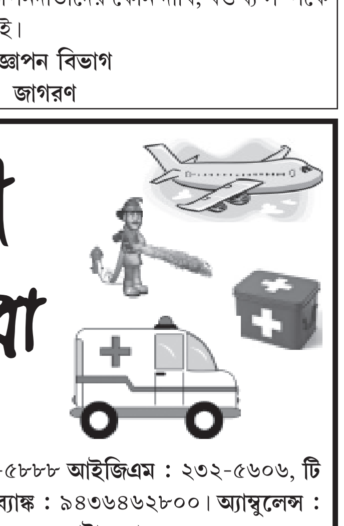

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সামাজিক দূরত্বের বিধি নিষেধের তোয়াক্কা না করেই কুলতলিতে জনসভা তৃণমূলের, কটাক্ষ বিরোধীদের

কুলতলি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত করে দু দুটি জনসভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলিতে যুব তৃণমূলের ডাকে সম্বর্ধনা ও যোগদান সভার আয়োজন হয়। অন্যদিকে জয়নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি সভাতেই হাজার হাজার কর্মী সমর্থক বিজেপি, এস ইউ সি আই, সিপিএম ও কংগ্রেস দল থেকে এদিন তৃণমূলে যোগদান করেন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার সকালে কুলতলির ডাঃ বি আর আম্বেদকর কলেজ মাঠে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় যুব তৃণমূল নেতা গনেশ মণ্ডলের উদ্যোগে। সেই সভায় অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। করোনা পরিস্থিতি উপেক্ষা করে এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, যুব সভাপতি শওকত মোল্লা, জেলার আই এন টি টি ইউ সি নেতা শক্তিপদ মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ। এদিনের একদিকে যেমন প্রায় পঞ্চাশ হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক উপস্থিত হয়েছিলেন তেমনি প্রায় সাড়ে তেরো হাজার কর্মী বিজেপি, সিপিএম, এস ইউ সি আই ও সিপিএম দল থেকে তৃণমূলে যোগ দেন। এই বিপুল জন সমাবেশ কিভাবে করোনা আবহাওয়ায় করলেন তৃণমূল নেতারা তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সুনিপ দাস বলেন, “ করোনা আবহাওয়ায় এই ধরণের জন সমাবেশ করে তৃণমূল নেতারা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন। কুলতলিতে এমনিতেই করোনা সংক্রমণের প্রকোপ বেশি বিডিও নিজেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই কিভাবে পুলিশ প্রশাসন এই সভার অনুমতি দিল?” শুধু হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ নয় এদিন বহু মানুষের মুখে মাস্ক ও ছিল না বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। ফলে এই সমাবেশের পর কুলতলি ব্লকে করোনার সংক্রমণ আরও বাড়লে তার জন্য তৃণমূলের নেতারাই দায়ি থাকবেন বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। একই দাবি করেছেন সিপিএম ও এস ইউ সি আই নেতারা। যদিও তৃণমূল নেতারা এসব পাত্তা দিতে নারাজ। যুব তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা বলেন, “ দেশে বিজেপি নামক ভাইরাসই মানুষজনকে বেশি ক্ষতি করছে। তাই সেই ভাইরাসকে দেশ থেকে উৎখাত করতে তৃণমূল পথে নেমেছে। করোনা ভাইরাসের জন্য ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকলে হবে না।” অন্যদিকে এদিন জয়নগরে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে কয়েক হাজার কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন। সেই যোগদান অনুষ্ঠানেও হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়।

মাদারিহাটে এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম দুই বাইক আরোহী

মাদারিহাট, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে এশিয়ান হাইওয়েতে এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুই বাইক আরোহী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে। জখম দুজনকে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মাদারিহাটের সালহা মণ্ডল এলাকার দুই যুবক বাইকে চেপে বীরপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। ছেকামারির কাছে উলটো দিক থেকে আসা একটি ছোট গাড়ি সঙ্গে বাইকটির সংঘর্ষ হয়। এতে বাইকে থাকা দুজন রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গুরুতর জখম দুজনকে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। মাদারিহাট থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি ও বাইকটিকে আটক করা হয়েছে। মাদারিহাট থানার ওসি টি এন লামা বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সিবিআইয়ের

পাচের পাতার পর

বিগত ১৩ দিন ধরে রিয়ার সঙ্গে সুশান্তের সম্পর্ক, মাদকচক্র, আর্থিক লেনদেনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। চার দিন ধরে প্রায় ৩৫ ঘণ্টা রিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গিয়েছে সিবিআই। এরপর মঙ্গলবার সিবিআই রিয়া চক্রবর্তীর বাবা-মাকে টানা ৯ ঘণ্টা জেরা করে গিয়েছে।বুধবার সেই ধারা বজায় রেখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সন্ধ্যা চক্রবর্তী, সৌভিক চক্রবর্তী, রাধুনী নিরাজ, স্যামুয়েল মিরান্ডা সহ একাধিক একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে জিয়া চক্রবর্তীর পিতাও।অন্যদিকে আর্থিক জালিয়াতির দিকটি খতিয়ে দেখছে ইডি।

কলকাতার পুজোয়

পাচের পাতার পর

ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। আর কদিন বাদেই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে মা দুর্গার। কিন্তু এরই মাঝে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর না থাকলেও রয়েছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে চণ্ডীপাঠের রেকর্ড। আর এবার সেই রেকর্ডই এবার বাজবে উল্টোডাঙার অরবিন্দ সেতুর পুজো মণ্ডপে। চলতি বছর এই পুজো কমিটির পুজোর থিম সত্যজিৎ রায়ের ”পথের পাঁচালী”। একদিকে পথের পাঁচালী অন্যদিকে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ চলতি বছরে যা দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবে বলে মনে করছে পুজো উদ্যোক্তারা।

উল্লেখ্য, মিরিটির মুখোপাধ্যায় বাড়িতে তন্ত্রধারক হিসেবে প্রায় ৫০ বছর ধরে দুর্গাপুজো করে এসেছেন প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিদিন সকালে নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করতেন তাই দুর্গাপুজোর সময় কোথাও না দেখেই এক নাগাড়ে চণ্ডীপাঠ করে যেতেন তিনি। আর এবার সেই রেকর্ড- ই বাজবে কলকাতার পুজোয়।

দুর্ঘটনায় হত ব্যক্তি

তিনের পাতার পর

খাগ্রাবাড়ির পুলিশ অফিসার জানান, গতকাল সন্ধ্যায় ব্যবসায়ী কুশল কাকতি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পূর্ব খাগ্রাবাড়ির সাপ্তাহিক বাজারে যাচ্ছিলেন। বাজারে তাঁর একটি ছোট্ট স্যান্ডেলের দোকান আছে। দোকানে আসার পথ যাত্রীবাহী টাটা ম্যাজিকের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে যান কুশল। গুরুতর ভাবে আহত কুশল কাকতিকে স্থানীয়রা জালাহ সর্বজনীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে বলে জানান ডাক্তার।

খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পরে সেখান থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। আজ ময়না তদন্তের পর মৃতদেহটি কুশল কাকতির পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি সরকারের

তিনের পাতার পর

কোভিড টেস্ট করাতে বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার।

অরুণাচল প্রদেশের প্রবেশদ্বারে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (আরটিএ)-এর মাধ্যমে প্রত্যেক আগমনকারীকে কোভিড পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোভিড পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ এলে তবেই তাঁদের রাজ্যে প্রবশের অনুমতি দেওয়া হবে, এবং মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারবেন আগন্তুক। আর ফলাফল যদি পজিটিভ আসে তাদের গন্তব্য স্থলে নিয়ে আইসোলেশন করা হবে।

প্রসঙ্গত, দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অরুণাচল প্রদেশেও ক্রমশ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বাড়ছে। তাই যত শীঘ্র সম্ভব অতিমারি কোভিড-১৯-কে ঠেকাতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। অরুণাচল সরকার রাজ্যের বমডিলা এবং এর পার্শবর্তী গ্রামগুলোতেও লকডাউন ঘোষণা করেছিল। রাজ্যে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪,২১২ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ২,৯৭৯ জন, হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ১,২২৬ জনের। কোভিড-এ মৃত্যুর সংখ্যা সাতে পৌঁছেছে। এখন পর্যন্ত ১.৭ লক্ষ মানুষের কোভিড টেস্ট করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সরকারি সূত্রটি।

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে মাল ব্লকের চা বাগানগুলিতে, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৪

মালবাজার, সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের চা বাগানগুলিতে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মাল ব্লক এলাকায় করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৪।

মাল ব্লকের ডামডিম চা বাগানে আরও ৪৮ জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার বাগানে ৪০২ জনের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। তাতে ৪৮ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, এরা মূলত বাগানের হাটখোলা লাইন নিবাসী। ডামডিম বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানে করোনা সংক্রমণ পরীক্ষাতে জোর দিয়েছেন। মাল ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানেই র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হচ্ছে।

বাগানের চিকিৎসক ডা: দেবাশিস সেনগুপ্ত জানান, সবমিলিয়ে ডামডিম চা বাগানে এখনও পর্যন্ত ৭৫৮ জনের র্যাডি অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। যার মধ্যে ৬০ জনের করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে। বাগান কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ যৌথভাবে কাজ করছে। বাগানের কোয়ারান্টিন সেন্টারগুলিতে করোনা সংক্রামিত শ্রমিকদের আইসোলেশনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে এদিন মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ১০০ জনের র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জনের করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে। বাকি ৯০ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁরা উপসর্গহীন। এদিন মাল শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের একজন মহিলা এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডে একজন ব্যক্তির করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এছাড়া সাইলি চা-বাগানের ২জন, রাঙ্গামাটি চা বাগানের একজন, নিদাম চা-বাগানের একজন, রানিচেড়া চা বাগানের একজন, চুনাভাটি এলাকার একজন, নিউ মাল এলাকার একজন এবং মালবাজারের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের একজনের অ্যান্টিজেন টেস্টে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। মালের বিধায়ক বুলু চিক বড়াইকের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সম্প্রতি, বুলুবাবুর গাড়ি চালকের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। তারপর থেকে বিধায়ক হোম আইসোলেশনেই ছিলেন। বুলুবাবু বলেন, 'আমার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবুও আপাতত আমি কিছুদিন বাড়িতেই থাকছি।' তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িচালক এদিন করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এদিকে সবমিলিয়ে মাল শহরে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৩। এরমধ্যে ১৬৩ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে করোনার অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ৩৬। চারজন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছে।

পরীক্ষা কবে হবে সেই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই ছাড়া হোক আর্জি যাদবপুরের অধ্যাপকদের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): অক্টোবরের নির্দিষ্ট সময়ে ওপেন বুক এক্সাম পদ্ধতিতে হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠনের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে অক্টোবরের বদলে পরীক্ষা এগিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে অক্টোবরে পরীক্ষা নিলে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হবে, অনেক দেরি হয়ে যাবে। এবার এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন। পাশাপাশি কবে পরীক্ষা হবে, সেই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানালেন তাঁরা।

সাম্প্রতি বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশের সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এর চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে গাইডলাইন প্রকাশ করে। কমিশন বলে পরীক্ষা নিতেই হবে। সুপ্রিম কোর্টও তাতে সিলমোহর দিয়েছে। সেইমতো এ রাজ্যেও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষার তোড়জোড় শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক করার। তা মেনে করোনা আবহে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার রূপরেখা স্থির করতে গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে ভারচুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই ঠিক হয়, অফলাইনে নয়, সর্বত্র অনলাইনেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। থাকবে হোম অ্যাসেসমেন্ট। অক্টোবরের ১ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে। অক্টোবর মাসের মধ্যেই প্রকাশ করতে হবে ফলাফল।

ঠিক কীভাবে হবে পরীক্ষা? বুধবার সেই সিদ্ধান্তের কথা জানাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০টি কলেজের লক্ষাধিক পড়ুয়া পরীক্ষা দেবে। সিলেবাস যতটুকু শেষ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই নেওয়া হবে পরীক্ষা। হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা ই-মেলের মাধ্যমে পড়ুয়ার কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলেজে গিয়ে কিংবা অনলাইনে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র দেখবেন সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যাপকরা।

বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৪ জনের দেহে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছিল।

এদিকে, করোনা-প্রকোপে বাংলাদেশে আটকে থাকা আরও ৭৫ জন ত্রিপুরার নাগরিককে চতুর্থ দফায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ৫২ জন বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন। আজ পঞ্চম দফায় ৩৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরে এসেছেন। এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সংগীতা চক্রবর্তী জানান, ৫৮ জন ত্রিপুরার নাগরিক বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার তালিকা তৈরি হয়েছিলঊ কিন্তু ৩৬ জন ফিরেছেন। তিনি বলেন, ১৬ জন পুরুষ, ১৬ জন মহিলা এবং ৪ জন শিশু আজ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। তাদের সকলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছেঊ আরটি-পিসিআর ওই নমুনা পরীক্ষা করা হবে। আপাতত তাদের পিআরটিআই-তে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তাবাসে রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ০১ হাজার ২৮২।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৬৬,৩৩৩ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪,০৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৭ জন, অসমে ৩১৫ জন, বিহারে ৬২১ জনের, চন্ডীগড়ে ৫৭ জন, ছত্তিশগড়ে ২৮৭ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৪৬২ জনের, গোয়া ১৯৪ জন, গুজরাটে ৩,০৩৪ জনের, হরিয়ানায় ৭০৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৭১৭ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪২৮ জনের, কর্ণাটকে ৫,৮৩৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৯৮ জন, লাদাখে ৩৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৪২৬ জন, মহারাষ্ট্রে ২৪,৯০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ২৯ জন, মেঘালয়ে ১২ জন, নাগাল্যান্ডে ৯ জন, ওড়িশায় ৫০৩ জনের, পুদুচেরিতে ২৪০ জন, পঞ্জাবে ১,৫১২ জন, রাজস্থানে ১,০৬৯ জনের, সিকিমে ৪ জন, তামিলনাড়ুতে ৭,৪১৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৮৪৬ জন, ত্রিপুরায় ১১৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ২৮০ জন, উত্তর প্রদেশে ৩,৫৪২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,২৮৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৭৬ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৬.৯৮ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২১.২৬ শতাংশ মানুষ।

ঝাড়গ্রামে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বিজেপির নেতা কর্মীরা

ঝাড়গ্রাম, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে গ্যারেজ করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রশাসন রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে চললে, দল দাস হয়ে কাজ করলে তা সমাজের ভালো হয় না। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি সভাপতি নেতা কর্মীরা। পাশাপাশি তাদের অভিযোগ বিজেপিকে নানা ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে।

এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমরম,প্রদেশ নেতা,ঝাড়গ্রামের পর্যবেক্ষক সুজিত অগস্থিদের নিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি সাংবাদিক বৈঠক করে জানান চার সেপ্টম্বর রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো ঝাড়গ্রাম জেলাতেও বিজেপিকে হেনস্থা মিথ্যা মামলা দেওয়া সব নানা বিষয়ের প্রতিবাদ করে ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক,জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওদের ঘেরাও করার কর্মসুচি নেওয়া হচ্ছে।

সুখময় বাবু বলেন “ তৃণমূল ফেক যোগদান দেখাচ্ছে প্রতিদিন।নির্দিষ্ট কোন ঘটনা নেই।বিজেপি প্রতিদিনই যোগদান করছে ফলাও করে বলার বিষয় নয়।তৃণমূল নিজেদের দলের লোক জনদের বারবার দেখাচ্ছে।আমাদের দলে সাড়ে চার হাজার যোগদান করেছে। মিস কল দিয়ে ইতিমধ্যে সাতেরো হাজার যোগদান করেছেন।” উল্লেখ্য এদিন বিনপুর এক ব্লকের বেলাটিকড়ি অঞ্চলের বিজেপির প্রধান এবং এক সদস্য তৃণমূলে যোগদান করছেন। এদিন সুখময় বাবু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন “বিজেপি দুর্নীতিকে পশ্রয় দেয় না,আপোষ করেনা।বেলটিকড়ির প্রধানকে আমরা বলেছিলাম দুর্নীতি না করতে।কিন্তু তিনি যুক্ত থেকেছেন।

সংক্রমিত

● প্রথম পাতার পর

দাসও নিরাপত্তা রক্ষী এবং চালক সহ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফেসবুকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দলীয় বিধায়কের করোনা আক্রান্তের ঘটনায় তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১২,৭১৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪,৭৩৪ জন সক্রিয়।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

করেছিল।সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছিল ভারতের ডাটা ভারতের মধ্যেই জমা থেকে যায়। পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে চিনা বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতের পর প্রথমে ৫৯ টি অ্যাপ্লিকেশন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জুলাইতে আরো ৪৭ টি অ্যাপ্লিকেশন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই করে ভারতে এখনো পর্যন্ত ২২৪ টি অ্যাপ্লিকেশন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের চিকিতা পরিষেবাকে আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে কিকি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেই সম্পর্কে চিকিতক ও স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ বিস্তারিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত) এস কে রাকেশ, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, স্বাস্থ্য অধিকর্তা শুভাশিষ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

বিষপানে আত্মহত্যা করেছে দুই সন্তানের জননী। মৃত মহিলার নাম বিন মালা ত্রিপুরা। স্বামীর নাম মিঠুন ত্রিপুরা।মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নিজ বাড়িতেই বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই উপজাতি গৃহবধূ। জানা যায় পারিবারিক কলহের জেরে গৃহবধূর নিজেই বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তার দেহে বিষক্রিয়া শুরু হলে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি সে তার স্বামীকে জানায়। পরিস্থিতি বেগতিক আকার ধারণ করায় গৃহবধূকে তার পরিবারের লোকজন রা স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়।অবস্থা সঙ্কটজনক আকার ধারণ করলে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে তাকে বিলোনিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে গৃহবধূর মালা ত্রিপুরা। তার মৃত্যুর সংবাদে পাইখোলা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।বিলোনিয়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তদন্ত। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

সন্ধ্যায় পরেশ নোয়াতিয়া বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করে স্ত্রী ও পুত্রের ধারনা হয় হয়তোবা পরেশ নোয়াতিয়া ওদের গর্জি অপর বাড়িতে গিয়েছেন, চলে আসবেন এই ধারণা ওনারা পোষণ করেন।

আজ গর্জি বাজারের একটু পরেই ওনাদের অপর নিজ বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী সুভাশানি পাড়া প্রতিবেশিদের থেকে খোঁজ নিয়ে যখন জানতে পারেন পরেশ নোয়াতিয়া ওদের গর্জি অপর বাড়িতে যাননি। তখন গর্জি থেকে ছেলেকে ফোন করে বলেন উদয়পুরের বাড়িতে খোঁজ করার জন্য। ছেলে মায়ের ফোন পেয়ে খোঁজাখুজি করতে গিয়ে উদয়পুর কে বি আই স্কুলের মাঠের উত্তর দিকে কচু ক্ষেতে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃত দেহ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। ওনার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হেপাজতে

● প্রথম পাতার পর

সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়। পুলিশ তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করলে আদালত থেকে তাদেরকে পুনরায় ১৪দিনের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্রাউন সুগার পাচার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্রাউন সুগার নামক ভয়ঙ্কর নেশার কবলে পড়ে যুবসমাজ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে।যুব সমাজকে নেশা মুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার এবং আরক্ষা প্রশাসন নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও নেশা পাচারকারীরা তাদের নেশা বাণিজ্য নানা কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে।নেশা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

পুরস্কার

● প্রথম পাতার পর

হবে, (৩) বেস্ট এন্ট্রাপ্রেনিউর এওয়ার্ড : উদ্যোগীদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই বিভাগে ক'ষি/উদ্যান চাষ, মৎস্য চাষ, প্রাণী পালন, গ্রামীণ শিল্প (যেমন হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প, মৌমাছি পালন ইত্যাদি) ও শিল্পদ্যোগের মতো ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক পুরস্কার দেওয়া হবে। (৪) বেস্ট মোবাইল অ্যাপ এওয়ার্ড : যুব সম্পদায়কে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মাধ্যমে ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। (৫) শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার : সমবায় সমিতিগুলি যেন গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনের মানোন্নয়নের কাজে উৎসাহ দিতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। (৬) বেস্ট একাডেমিসিয়ান এওয়ার্ড : সরকারি ক্ষেত্রের বাইরেও বহু লোক তাদের লেখার মাধ্যমে সমাজে মূল্যবোধ তৈরী করছে। তাদের উৎসাহ দিতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ২০২১ সালের পূর্ণরাজ্য দিবস থেকেই রাজ্য সরকারের এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

আমবাগানে

আটের পাতার পর

হওয়ায় গোটা এলাকার মানুষ সাধুবাদ জানান যার অর্থানুকূল্যে তৈরি হয়েছে এই মহাশ্মশানটি।

অঙ্গন

‘মেসিকে ভালোই দেখছি, বাকিটা জল্পনা’

কদিন ধরে শোনা যাচ্ছে লিওনেল মেসি আগামী বছর খুঁজে নিতে পারেন নতুন ঠিকানা। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন কিকে সেতিয়েন। বার্সেলোনা কোচ জানালেন, কাম্প নউয়ে ভালো আছেন মেসি। তার দলছুট হওয়া নিয়ে যা শোনা যাচ্ছে, তা জল্পনা ছাড়া কিছুই না।সবশেষ ২০১৭ সালে বার্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তি করেন মেসি। চুক্তিটির মেয়াদ ২০২০-২১ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত। কদিন আগে স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সেরের প্রতিবেদনে বলা হয়, মেসি ও তার বাবা হোর্হে ওই চুক্তি নবায়নের বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই নাকি তাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাম্প নউয়ে আর থাকতে চান না মেসি।ওই প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়, সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু ঘটনায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মেসি। এর মধ্যে গত জানুয়ারিতে সাবেক কোচ এরনেস্তো ভালভেরদের ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে মেসির হাত থাকা, বর্তমান দলের মান নিয়ে অসন্তুষ্টি এবং বর্তমান কোচ সেতিয়েনের সঙ্গে মতভেদের বিষয়টিও আছে। এত সব আলোচনা শুধু গুঞ্জন মনে হচ্ছে বলে শনিবার সংবাদ সম্মেলনে জানালেন সেতিয়েন।“আমি এটা নিয়ে অনুমান নির্ভর কিছু বলতে চাই না। এ বিষয়ে (বার্সেলোনা ছাড়ার ব্যাপারে) তার কাছ থেকে কিছুই শুনিনি। এসব খবরের কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। আমি কল্পনাপ্রসূত কিছু বলতে চাই না। এটা আমার জায়গা নয়।”“তাকে ভালো দেখাচ্ছে। বাকিটা জল্পনা, যারা মধ্যে আমি যেতে চাই না। অনুশীলনে তাকে আমি ভালো দেখেছি। যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি, সেগুলো নিয়েই আমাদের কথা হয়েছে। এর বাইরে কিছু নেই।”লা লিগার ম্যাচে রোববার ভিয়ারিয়ালের মুখোমুখি হবে ৩৩ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা। নিজের করণীয় সম্পর্কে মেসি সচেতন আছে বলে মনে করেন সেতিয়েন।“ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্তে কী করতে হবে, সে ব্যাপারে মেসি বেশ সচেতন। বয়স তার কাছে কোনো বিষয় নয়। আমি তাকে আগের মতোই দেখছি।”

‘বার্সার আক্রমণে বৈচিত্র্য প্রয়োজন’

ম্যাচের পর ম্যাচে বার্সেলোনার আক্রমণের সেই একই পরিকল্পনা-অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে পাসিং ফুটবলে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙা। বল দখলে আধিপত্য ঠিকই দেখাচ্ছে তারা; কিন্তু পাচ্ছে না যথেষ্ট গোলের দেখা। একসঙ্গে জ্বলে উঠতে পারছে না তাদের আক্রমণভাগ। ফলে পয়েন্ট হারাতে হচ্ছে নিয়মিত। আক্রমণে সৃজনশীলতার অভাবে কাতালানদের ভুগতে হচ্ছে বলে মনে করেন ক্লাবটির সাবেক মিডফিল্ডার রিভালদো।পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় ছয় ম্যাচের তিনটিতে পয়েন্ট হারিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে বার্সেলোনা। সবশেষ দুই ম্যাচে সেল্তা ভিগো ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে দুবার এগিয়ে গিয়েও ড্র করে কিকে সেতিয়েনের দল। আর এর এক ম্যাচ আগে সেভিয়ার সঙ্গে করে গোলশূন্য ড্র।প্রতিটি ম্যাচেই দেখা গেছে বল দখলে আধিপত্য করেছে বার্সেলোনা। কোনো কোনো ম্যাচে তো দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় বল ছিল তাদের পায়ে। তারপরও আক্রমণে ভুগতে হয় দলটিকে। রিভালদোর মতে, এর অন্যতম কারণ হলো লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আক্রমণের ধরন বড় বেশি অনুমেয়। প্রতিপক্ষ আগে থেকে জানে, তাদের সামনে কী আসতে যাচ্ছে।এতদিন এই মন্ত্রেই তারা সাফল্য পেয়েছে বটে, তবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় খেলার ধরনে পরিবর্তন আনাটা জরুরি বলে মনে করছেন রিভালদো। বেটফেয়ারে গত বুধবার নিজের লেখা কলামে বার্সেলোনাকে অননুমেয় উপায়ে আক্রমণ সাজানোর তাগিদ দিলেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। “বার্সেলোনা বল দখলে আধিপত্য দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা খুব সামান্যই তাদের কাজে লাগছে। কখনও কখনও প্রতিপক্ষের কাছে তারা অনুমেয় হয়ে উঠছে। স্কোয়াডে খুব কম খেলোয়াড়কে দেখছি, যারা দূর থেকে গোল করতে পারে। তাই দলটিকে সৃজনশীল ফুটবল খেলতে হবে, যেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে বিভ্রান্ত করতে পারে।”ফরোয়ার্ডদের নিয়মিত গোল না পাওয়াটা খুব ভোগাচ্ছে গত দুইবারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের। লিগ ফেরার পর প্রথম দুই ম্যাচে জালের দেখা পাওয়া লিওনেল মেসি পরের তিন ম্যাচে গোল পাননি। অবশেষে আতলেতিকোর বিপক্ষে স্পট কিকে ৭০০ ক্যারিয়ার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।আর এখানেই দীর্ঘদিনের বহুল আলোচিত একটি বিষয় উঠে আসে, মেসির ওপর অতি নির্ভরতা। রিভালদো মনে করেন, রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের ওপর দলের এই অতি নির্ভরতা কমাতে হবে।“বার্সেলোনা সবসময় লিওনেল মেসির জাদুর ওপর নির্ভর করতে পারে না। সে ৭০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছে, যা বিস্ময়কর এবং প্রমাণ করে খেলোয়াড় হিসেবে সে কতটা দুর্দান্ত। সে সবসময় তার ভক্তদের আনন্দে ভাসায়। কিন্তু সে একা পুরো দলকে টানতে পারবে না।”সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে জোড়া গোল করা লুইস সুয়ারেস আতলেতিকোর বিপক্ষে ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। আরেক ফরোয়ার্ড অঁতোয়ান গ্রিজমানকে বদলি নামানো হয় নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে ব্যাপক। রিভালদোর কাছেও বিষয়টি বেশ অদ্ভুত ঠেকছে।“বুঝতে পারছি না, ফ্রান্সের একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, বছরের পর বছর ধরে আতলেতিকোর সাবেক তারকা এবং লাখ লাখ ইউরো খরচ করে কেনা খেলোয়াড়কে কেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের শেষ মিনিটে নামতে হয়।”বার্সেলোনার বেঞ্চও যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলে মনে করেন রিভালদো।“আবার, কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হলে ম্যাচের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করাও ঠিক নয়। কারণ, এমনটা আশা করা উচিত নয় যে গ্রিজমান ৯০তম মিনিটে নেমে ব্যবধান গড়ে দেবে।”করোনাভাইরাসের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর পুনরায় শুরু হওয়া লিগের শুরুতে রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ধারাবাহিক ব্যর্থতায় তারা হাতছাড়া করেছে শীর্ষস্থান।৩৩ ম্যাচে ২২ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ২১ জয় ও সাত ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০।

আর্মেনিয়ান ফুটবলে ৪৫ জন আজীবন নিষিদ্ধ

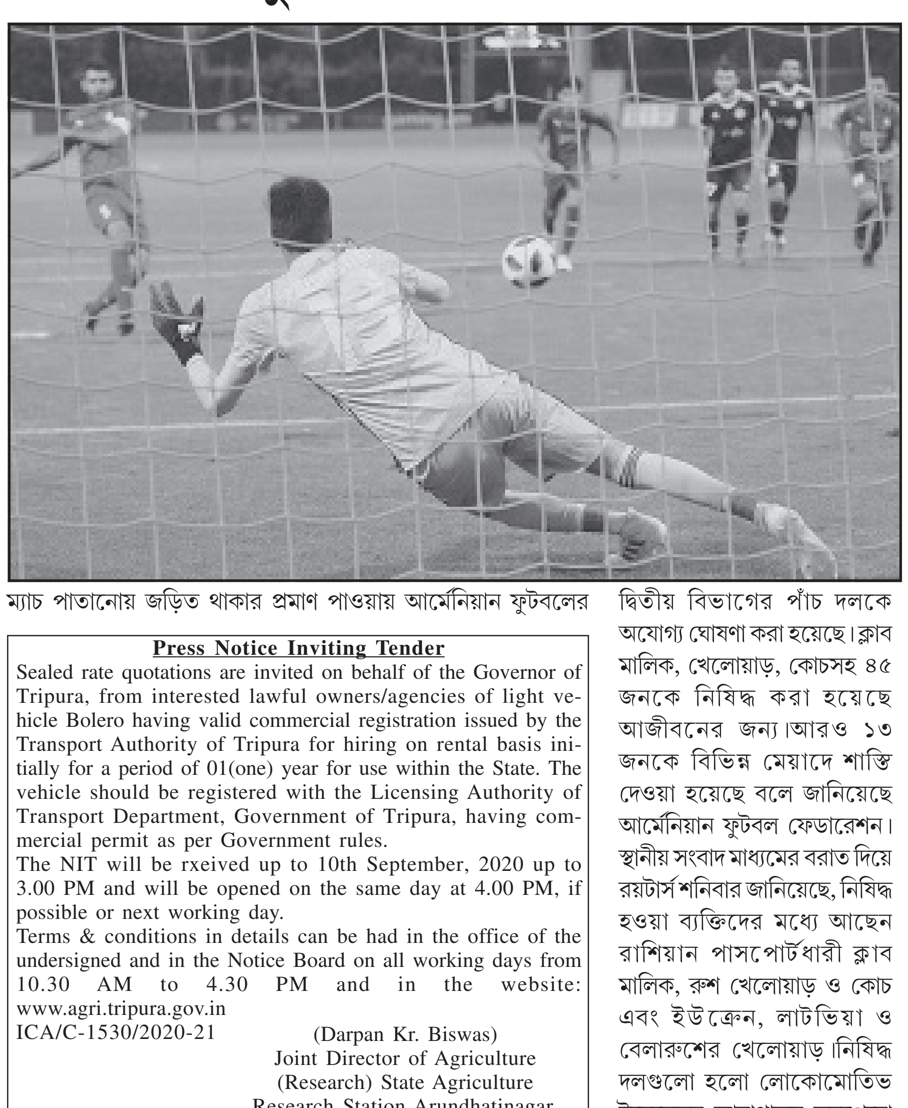

ম্যাচ পাতানোয় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় আর্মেনিয়ান ফুটবলের দ্বিতীয় বিভাগের পাঁচ দলকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ক্লাব মালিক, খেলোয়াড়, কোচসহ ৪৫ জনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আজীবনের জন্য।আরও ১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আর্মেনিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে রয়টার্স শনিবার জানিয়েছে, নিষিদ্ধ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন রাশিয়ান পাসপোর্টধারী ক্লাব মালিক, রুশ খেলোয়াড় ও কোচ এবং ইউক্রেন, লাটভিয়া ও বেলারুশের খেলোয়াড়।নিষিদ্ধ দলগুলো হলো লোকোমোতিভ ইয়েরেফন, আরাগাতস, তরপেদো ইয়েরেফন, মাসিস এবং আর্থিক ও

Press Notice Inviting Tender

Sealed rate quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from interested lawful owners/agencies of light vehicle Bolero having valid commercial registration issued by the Transport Authority of Tripura for hiring on rental basis initially for a period of 01(one) year for use within the State. The vehicle should be registered with the Licensing Authority of Transport Department, Government of Tripura, having commercial permit as per Government rules.

The NIT will be rxeived up to 10th September, 2020 up to 3.00 PM and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible or next working day.

Terms & conditions in details can be had in the office of the undersigned and in the Notice Board on all working days from 10.30 AM to 4.30 PM and in the website: www.agri.tripura.gov.in

ICA/C-1530/2020-21

(Darpan Kr. Biswas)
Joint Director of Agriculture
(Research) State Agriculture
Research Station Arundhatinagar,
Agartala.

PNIT No:- 16/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21

Percentage rated e-tender in single bid are invited for the following works:-

Sl. No.	Description	Estimated Cost	Deadline for online biding
1	Drilling & Development of 08 (Eight) Nos. Deep Tube Wells in different places of South Tripura District with Departmental Direct Rotary Normal Power Drilling Rig (KORES, DR-1500) and other machineries, equipments under DWS Division, Belonia during the year 2020-21. DNIT No:48/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 52,73,856.31	Up to 15.00 Hrs on 18.09.2020
2	Drilling & Development of 08 (Eight) Nos. Deep Tube Wells in different places of South Tripura District with Departmental Direct Rotary Hydraulically operated Normal Power Drilling Rig (LMP DR-1500) and contractors own Air Compressor & other machineries, equipments under DWS Division, Belonia during the year 2020-21. DNIT No:49/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 52,97,171.51	

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gow.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.triipuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.eov.in for any query please contact :- 03823-224-812

For and on behalf of Governor of Tripura.

`Conserve Water and Save Life'

ICA/C-1516/2020-21

(Er. T. Chakma)
Executive Engineer DWS Division,
Belonia Belonia, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/27/2020-21 dated 31/08/2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura item rate tender from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti Van (EECO) of model not older than 2018, up to 3.00 P.M. on 14/09/2020.

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD (R & B), Teliamura, Khowai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate e-tender vide PNIeT No. 03/EE/TLM/20-21; Dt. 26/06/2020 for the following works up to 3.00PM on 22/07/2020. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. from 30/06/2020 to 22/07/2020.

Sl No	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	Minimum validity of tender
1	DNIT: EE-IED/AGT/62/2020-21	₹ 1,99,900.00	₹ 1,999.00	200 (Two Hundred) working days	office of the Executive Engineer	90 days from the date of opening

SL NO.	NAME OF THE WORK/ DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDERER
1	DNIeT No. 06/SE-11/PWD(R&B)/2020-21.	Rs. 56,12,845/-	Rs. 56,128/-	06 (Six) Months	Appropriate Class

For details contact office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura.

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1525/2020-21

(DHRUBA A DEBNATH)
Executive Engineer, Internal Electrification
Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C/864/20

(Er. M.K. Das)
Executive Engineer,
PWD(R&B)
Teliamura Division

অপেক্ষা বাড়ল মইন-বেয়ারস্টোর

ইংল্যান্ড টেস্ট দলে ফেরার পথে অপেক্ষা বাড়ল অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার মইন আলি ও কিপার-ব্যাটসম্যান জনি বেয়ারস্টোর। দলে ফিরেছেন ওপেনার ররি বার্নস ও পেসার জফ্রা আর্চার।আগামী বুধবার সাউথ্যাম্পটনে শুরু হবে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট। ম্যাচটির জন্য শনিবার ১৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় চার মাস স্থগিত থাকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু হচ্ছে এই সিরিজ দিয়ে। দীর্ঘ দিন পর মাঠে ফিরে চোটে পড়ায় সম্ভাবনার কথা ভেবে ৯ ক্রিকেটারকে রিজার্ভ হিসেবে রেখেছে ইংল্যান্ড।ফর্মহীনতায় গত অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পর দল থেকে ছিটকে পড়েন মইন। পরে জায়গা পাননি বোর্ডের লাল বলের কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও। এরপর নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এই সংস্করণ থেকে বিরতিতে যাওয়ার। গত এপ্রিলে জানান, টেস্ট খেলার জন্য মুখিয়ে তিনি। অপেক্ষা বাড়ল তার।সেই অ্যাশেজে বাজে পারফরম্যান্সের পর দলে জায়গা হারান বেয়ারস্টোও। নিউ জিল্যান্ড সফরে ছিলেন না দলে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সুযোগ পান এক টেস্টের জন্য। শ্রীলঙ্কা সফরে তাকে বিবেচনায় রাখা হয় দ্বিতীয় কিপার হিসেবে। ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলে জায়গা হলো না তার।চোটের কারণে শ্রীলঙ্কা সফরের দলে না থাকা ওপেনার বার্নস ফিরেছেন দলে। পিছিয়ে যাওয়া সেই সফরের দল থেকে বাদ পড়েছেন ম্যাথু পারকিনসন ও কিটন জেনিংস। জেমস অ্যান্ডারসন ও মার্ক উড দলে ফেরায় মূল দলে না থাকা স্যাম কারান আছেন রিজার্ভ দলে।দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চোট পেয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে না যাওয়া পেসার আর্চার অনুমিতভাবেই ফিরেছেন ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে।

‘নতুন চ্যালেঞ্জের আশায়’ বায়ার্নের থিয়াগো

ইউরোপের বড় দুটি ক্লাবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। জিতেছেন অনেক শিরোপা। থিয়াগো আলকান্তারার এবার চাই নতুন চ্যালেঞ্জ। সে লক্ষ্যে স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার বায়ার্ন মিউনিখ ছাড়তে চান বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির প্রধান নির্বাহী কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে।২০১৩ সালে বার্সেলোনা থেকে আড়াই কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বায়ার্নে যোগ দেন থিয়াগো।

২৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার এখন পর্যন্ত জার্মান দলটির হয়ে খেলেছেন ৩৩০ ম্যাচ, জিতেছেন টানা সাতটি বুন্ডেসলিগা শিরোপা। এর আগে বার্সেলোনার হয়ে জেতেন দুটি লা লিগা শিরোপা।জার্মান পত্রিকা বিল্ডকে শুক্রবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুমেনিগে জানান, থিয়াগোর ক্লাব ছাড়ার ভাবনার কথা।“মাঠের ভেতরে ও বাইরে দারুণ একজন মানুষ সে। আমরা তার সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তার সব চাওয়া পূরণ করেছি।

তবে মনে হচ্ছে, সে আরেকবার নতুন কিছু করতে চায়।”বায়ার্নের সঙ্গে থিয়াগোর চুক্তির মেয়াদ আছে আগামী মৌসুম পর্যন্ত। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এই মিডফিল্ডার ‘ফ্রি এজেন্ট’ হয়ে যাবেন।

আর্সেনালের টানা তৃতীয় জয়

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল আর্সেনাল। ঘরের মাঠে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা জটিল হয়ে গেল উলভারহ্যাম্পটনের।প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শনিবার ২-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। বুকায়ো সাকা প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলেকসঁদ লাকাজেত। লিগে দুই দলের আগের লড়াই শেষ হয়েছিল ১-১ সমতায়।কোনো দলই আক্রমণে সুবিধা করতে পারছিল না। প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে ভুগছিলেন ফরোয়ার্ডরা। আক্রমণে এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। ৩৫তম মিনিটে প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল তারা। এডি এনকেটিয়ার শট গোলকিপার রুই পত্রিসিওর হাত ছুঁয়ে পোস্টে লেগে ফিরে।গোলের জন্য আর্সেনালের অপেক্ষা ফুরায় ৪৩তম মিনিটে। কিয়েরন টিয়ারনির কাছ থেকে বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন ১৮ বছর বয়সী সাকা।দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালকে চেপে ধরে উলভারহ্যাম্পটন। ৬৩তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে একটুর জন্য বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি রাউল হিমেনেস। দুই মিনিট পর আডামা ট্রাউরের শট এগিয়ে এসে ব্যর্থ করে দেন আর্সেনাল গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস।আক্রমণের ঝাপটা সামাল দিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। ৮৬তম মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সফরকারীরা। জো উইলকের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড লাকাজেত।দুই মিনিট পর পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংয়ের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে ব্যবধান বড় হতে দেননি রুবেন নেভেস। টানা তৃতীয় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল।এই জয়ে ৩৩ ম্যাচে ১২ জয় ও ১৩ ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে উঠে এসেছে আর্তেতার দল। সমান ম্যাচে সপ্তম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া উলভারহ্যাম্পটন ৫২ পয়েন্ট নিয়ে আছে ছয় নম্বরেই।

ক্যারিবিয়ানদের আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে হেডিংলি টেস্ট জয়

ইংল্যান্ডে সবশেষ সফরের টেস্ট জয়ের স্মৃতি থেকে আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কোচ ফিল সিমন্স জানিয়েছেন, হেডিংলি টেস্টের সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে যেতে চান এবার।২০১৭ সালে ক্যারিবিয়ানদের ইংল্যান্ড সফরের শুরুটা ছিল ভয়াবহ। এজবাস্টনে প্রথম টেস্টে হেরেছিল ইনিংস ও ২০৯ রানে। পরের টেস্টে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিল ৫ উইকেটে। লর্ডসে অবশ্য তৃতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় স্বাগতিকরা।দা ক্রিকেটকে শুক্রবার সিমন্স জানান, বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া সাউথ্যাম্পটন টেস্টে হেডিংলি জয়কে অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করতে চান তারা।“হেডিংলি টেস্টের আগের ম্যাচে আমাদের পারফরম্যান্স ছিল খুব বাজে। মনে হয় বেশির ভাগ সফরে এমনটাই হয়। তবে আমরা এটা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেছিলাম, খারাপ ম্যাচ যেন হিসাবের বাইরে থাকে এবং আমরা সঠিকভাবে শুরু করতে পারি।”“আমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা টেস্ট দলের বিপক্ষে খেলছি। আমাদেরকে এগিয়ে থেকে শুরু করতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি হেডিংলি টেস্টের স্মৃতিচারণ করতে এবং মানসিকভাবে ঠিক থাকতে।”শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, কেমার রোচ, আলজারি জোসেফ, জেসন হোল্ডারদের নিয়ে গড়া শক্তিশালী বোলিং আক্রমণ ক্যারিবিয়ানদের। কোচ ব্যাটসম্যানদের কাছে চাইলেন লড়াইয়ের পুঁজি।“আমার মনে হয়, মানসিক অবস্থা যেমন হওয়া প্রয়োজন সেখানে পৌঁছাতে কঠোর পরিশ্রম করছে ব্যাটসম্যানরা। বেশির ভাগ ব্যাটসম্যানই এখানে (ইংল্যান্ডে) রান করেছে।”“শেই হোপ এখানে টানা দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছে। ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকাটাই মূল ব্যাপার। কারণ এখানে খেলা অন্য অনেক জায়গার চেয়ে আলাদা। পরবর্তী তিন দিন আমরা স্কিল শাণিত করার অনুশীলন করব। কিন্তু মানসিকতা অনেক বড় ব্যাপার।”

জার্মান কাপের মুকুট ধরে রাখল বায়ার্ন

দুর্দান্ত পথচলায় অনন্য কীর্তি গড়লেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। দল পেল আরেকটি শিরোপার স্বাদ। বায়ার লেভারকুজেনকে হারিয়ে জার্মান কাপের মুকুট ধরে রাখলো বায়ার্ন মিউনিখ।বার্লিনে শনিবারের শিরোপা লড়াইয়ে ৪-২ গোলে জিতেছে হান্স ফ্লিকের দল। দাভিদ আলাবার গোলে বায়ার্ন এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সের্গে জিনাব্রি। দ্বিতীয়ার্ধে দলের বাকি দুই গোল করেন লেভানদোভস্কি। লেভারকুজেনের গোল দুটি করেন সভেন বেনডার ও কাই হাভার্টস।জার্মানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় টানা দ্বিতীয় ও রেকর্ড ২০তম বার চ্যাম্পিয়ন হলো বায়ার্ন। আর কদিন আগে টানা অষ্টমবারের মতো বুন্ডেসলিগার শিরোপা ঘরে তুলেছে দলটি।বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণেও আধিপত্য করা বায়ার্ন ম্যাচের ষোড়শ মিনিটে এগিয়ে যায়। ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দারুণ ফ্রি-কিকে পোস্ট ঘেঁষে ঠিকানা খুঁজে নেন অস্ট্রিয়ার ডিফেন্ডার আলাবা।২৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জিনাব্রি। জসুয়া কিমিচের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন জার্মান এই মিডফিল্ডার। লেভানদোভস্কি তার রেকর্ড গড়া গোলের দেখা পান ৫৯তম মিনিটে। প্রথম ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে জোরালো শট নেন পোলিশ এই স্ট্রাইকার। সোজাসুজি বল ধরতে গিয়ে তালগোল পাকান গোলরক্ষক লুকাস হারাডেটসকি। বল গড়িয়ে গোললাইন পেরিয়ে যায়। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি জার্মান কাপ ফাইনালে গোল করার কীর্তি গড়েন লেভানদোভস্কি।৬৩তম মিনিটে দারুণ হেডে ব্যবধান কমান জার্মান ডিফেন্ডার বেনডার। ৮৯তম মিনিটে ইভান পেরিসিচের পাস পেয়ে দারুণ টোকায় গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন লেভান দোভস্কি। ২০১৯-২০ মৌসুমে এটি তার ৫১তম গোল, মাত্র ৪৪ ম্যাচে। জার্মান কাপের ফাইনালে তার গোলের রেকর্ড বেড়ে হলো ৮।পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে স্পট কিকে স্কোরলাইন ৪-২ করেন জার্মান মিডফিল্ডার কাই হাভার্টস।ট্রেবল জয়ের মিশনে বায়ার্নের পরবর্তী লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল মিউনিখের দলটি।

করোনা রোগীদের খাবারে পোকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর।। কোভিড সেন্টারে রোগীর খাবারে মিলল বিষাক্ত মরা পোকা। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ কুমারঘাট কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন থাকা এক করোনা আক্রান্ত রোগীর। রোগীর অভিযোগ কুমারঘাট কোভিড সেন্টারে রোগীদের মধ্যে যে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে তা মানুষের খাবার অযোগ্য। অভিযোগ আজ বেলা ১.৩০ মিনিটে কুমারঘাট কোভিড সেন্টারে পরিবেশন করা খাবার খাওয়ার সময় রান্না করা সবজিতে এই বিষাক্ত পোকাটি দেখতে পান। এই ঘটনায় অন্য রোগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পরে।

২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলে নির্বাচনী সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক বিজেপি দলের প্রচার অভিযান তুঙ্গে। ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লক্ষীপুর এডিসি ভিলেজের লাকাই বাজারে। এদিনের প্রচার সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা সহ বিজেপি রাজ্যে কমিটি ও উপজাতি তথা জনজাতি মৌচার সদস্য বিকাশ দেববর্মা সহ অপু গোপ।

সুপারী চারা বন্টন নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর।। এবার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে সাব জোনাল কর্তৃক প্রদান কৃত সুপারী চারা বন্টনে বিশালগড় ঘোটালার অভিযোগ বেনিফিসারী পক্ষ থেকে। এনিয়ে বিশাল ক্ষোভ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের জনগনের মধ্যেও। শুধু তাই নয় এনিয়ে চারা বন্টনের পর আনুষ্ঠানিক রেগা দ্বারা শ্রমদিবস দেওয়ার কথা এ ব্যাপারে সাব জেডিওকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি পরিস্কার কোন যোগে এনিয়ে যেন বেনিফিসারীদের সমস্ত চারা শ্রম দিবস সম্পূর্ণ প্রদান করা হয়ে গেছে।

বিএসএফ স্টিকার লাগিয়ে বাইক নিয়ে ঘুরাফেরা করার সময় ধৃত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলা শহরে গভীর রাতে বিএসএফের স্টিকার লাগানো বাইক নিয়ে ঘোরাফেরা করার সময় সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক যুবকের নাম নাটিয়া পাড়া এলাকায় বলে জানা গেছে। স্থানীয় লোকজন রা সন্দেহজনকভাবে বিএসএফের স্টিকার লাগিয়ে ওই যুবককে শহরে ঘোরাফেরা করার সময় পুলিশকে খবর দেন।স্থানীয় জনগণের অভিযোগ প্রায় সময়ই সে বিএসএফের স্টিকার লাগিয়ে বাইক নিয়ে গভীর রাতে ঘোরাফেরা করে।পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে বিএসএফের স্টিকার লাগানো সহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে।সে পাচার বাণিজ্য ও অসামাজিক কাজ কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কৈলাশহর থানায় মামলা গৃহীত হয়েছে।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে কৈলাশহর থানার পুলিশ।

আসন্ন বিশ্রমকর্মা পূজা নিয়ে চলছে চরম ব্যস্ততা। ছবি-নিজস্ব।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর।। বুধবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। চোঙপান এনজিও এবং বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে সমস্ত ডাক্তার এবং নার্সদের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানের কর্মসূচি পালন করা হয়। এই রক্তদান মহতি অনুষ্ঠানে মোট ৩০ জন রক্ত দান করেন। রক্তদানের মাধ্যমে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালের মহাকুমার ডাক্তার জ্যোতির্ময় দাস জানান রক্তের জন্য মহকুমা হাসপাতাল থেকে অনেক রোগী জিবি এবং আইজিএম হাসপাতালে রেফার করতে হয়।, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় জরুরি ভিত্তিক সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সবসময় প্রস্তুত কিন্তু রক্তের সংকটের জন্য ইমার্জেন্সি রোগীকে অন্য হাসপাতালে রেফার করতে হয়।

তাই কোভিড- ১৯ এর ফলে রক্ত দান শিবির প্রায় বন্ধ বললেই চলে তাই বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স,সকলেই মিলিত হয়ে এই পরিকল্পনা মাথায় নেয়। ডাক্তারদের সিদ্ধান্তক্রমে যাতে কোনো রোগী বিশালগড় হাসপাতাল থেকে রক্তের জন্য রেফার না করতে হয় তাই এই রক্তদান কর্মসূচি করা হয়।তাছাড়া বিশালগড় হাসপাতালের আজকের এই রক্তদান শিবিরকে মহকুমার সমস্ত জনগন সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ মামলায় তিনজন জেল হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার চুড়াইবাড়ি থানার ফুলবাড়ি এলাকায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃত ৩ জনকে বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত থেকে তাদেরকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।উল্লেখ্য মঙ্গলবার মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে সাতজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল এবং একজনের মৃত্যু হয়েছিল।ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব ফুলবাড়ি এলাকায় এখনও তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। এই সংঘর্ষের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফর করা হলেও আরো বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া

অমিয় কুমার দেববর্মার বর্নময় জীবনের স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। আজ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজ্যের লড়াকু উপজাতি নেতা প্রয়াত অমিয় কুমার দেববর্মার বর্নময় লড়াকু জীবনের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। বর্ষীয়ান নেতা প্রয়াত অমিয় কুমার দেববর্মা কিভাবে দুঃসময়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান সেসব তুলে ধরেন দলের নেতা থেকে প্রবীন সাংবাদিকরা।প্রয়াত নেতার বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান শুরু হয় পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে। উপস্থিত অনুরাগী, সাংবাদিকরা প্রতিকৃতিতে তাদের শ্রদ্ধা অর্পন করেন।আইএনপিটির সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা প্রয়াত অমিয় দেববর্মা দলের দুঃসময়ের দিনে কিভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং দলের নেতাকর্মীদের আইনী লড়াই করে জামিনে মুক্তি লাভের পথ ত্বরান্বিত করেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।১৯৮০ সালের জুনের ভয়াবহ ভাতৃঘাতি দাঙ্গায় যখন যুবসমিতির নেতাকর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে জেলে পুড়েন তাদের মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করে অমিয় দেববর্মা দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জগদীশ দেববর্মা যুব সমিতির নেতাদের রক্ষার লড়াইয়ে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের উল্লেখ করেন। বক্তব্য রাখেন মুভমেন্ট ফর ককবরকের নেতা রুহি দেববর্মা, আইএনপিটি সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। স্মৃতিচারণ করেন প্রবীন সাংবাদিক শেখর দত্ত,সনীব দেব।প্রয়াত নেতার জ্যেষ্ঠ কন্যা অশ্রুসজল নেত্রে পিতার স্মৃতিচারণ করেন।আজকের এই স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে দলীয় নেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র নেতা সহ সমাজের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আইএনপিটি সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল। অনুষ্ঠানে প্রয়াত নেতার সহধর্মিণী, তাদের একমাত্র পুত্র ও কন্যা, আত্মীয় স্বজন রাও উপস্থিত ছিলেন।

হামলার ঘটনার প্রতিবাদে কৈলাসহর থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর এর শ্রীরামপুরে হামলার ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন কৈলাশহর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।হামলার ঘটনার পর অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে থানায় মামলা দায়ের করার পরও পুলিশ কাউকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। তাতে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার সাধারণ জনগণ।অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্থানীয় জনগণ থানা ঘেরাও করেন। থানা ঘেরাও এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণ এবং পুলিশের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে আলোচনায় সামিল হন। আলোচনাকালে শ্রীরামপুর এলাকায় হামলার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। তারপর ক্ষুব্দ জনতা কৈলাশহর থানা ঘেরাও প্রত্যাহার করেন।অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে তারা আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে পশ্চিম ও খোয়াই জেলায় বিভিন্ন বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন নির্দেশিকা পালনের আদেশ দিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক। সি আর পি সি ১৪৪ ধারার অধীনে জেলাশাসক এই নির্দেশিকা জারি করেছেন এবং তা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত নৈশ কার্ফ জারি থাকবে। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নৈশ কার্ফ বলবৎ থাকবে রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষীরা ছাড়া এবং কনটেইনমেন্ট জোন এলাকার বাইরে ১০ জন বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত হতে পারবেননা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া, বিনোদন, শিক্ষামূলক সাংস্ক'তিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য জমায়েত করা যাবে না। সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক, থিয়েটার, অডিটোরিয়াম প্রভ'তি খোলা যাবে না। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এবং কনটেইনমেন্ট জোন ছাড়া ধর্মীয় স্থান ও উপাসনা কেন্দ্রে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হবে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভ'তি বন্ধ থাকবে। শিক্ষা দপ্তর আলাদা নির্দেশ জারি করলে তাতে ছাড় দেওয়া হবে। কনটেইনমেন্ট জোন ছাড়া এবং পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত ৪ জন, ২০২০ তারিখে এম ও এইচ এফ ডব্লিও এর জারি করা এস ও পি অনুযায়ী হোটেল, রেস্ট্রুরেন্ট এবং অন্যান্য পরিষেবা চালু থাকবে। ডিউটিতে থাকা পুলিশ এবং নিরাপত্তা কর্মী ছাড়া লাইসেন্স করা বা কোনও ধরণের অ' বহন করা যাবে না। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নৈশ কার্ফ চলাকালীন বিনা প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তির চলাচল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রকাশ্য স্থানে মুখাবরণ এবং মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক। প্রকাশ্যে থুতু ফেলা, প্রাব করা নিষিদ্ধ, শাস্তিযোগ্য এবং আর্থিক জরিমানা করা হবে। দোকানে ক্রেতাদের মধ্যে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে এবং দোকানে যেন ৫ জনের বেশী ব্যক্তি না থাকে। জেলাশাসকের আদেশ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সি আর পি সি ১৪৪ ধারার অধীনে খোয়াই জেলার সর্বত্র রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির এক জায়গায় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খোয়াই জেলার জেলাশাসক এক আদেশে এই বিধিনিষেধ জারি করেছেন। আগে প্রত্যাহার না করা হলে এই আদেশ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলা শাসকের আদেশে বলা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, মাস্ক পরে থাকা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ বলবৎ হবে না। প্রাক'তিক বিপর্যয় এবং জরুরী পরিষেবার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের চলাচলের ক্ষেত্রে, সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি, মিলিটারি/ প্যারা মিলিটারি/ রাজ্য পুলিশ কর্মীদের চলাচলের ক্ষেত্রে, রাজ্য ও জাতীয় সড়কে পণ্য চলাচলে/ পণ্য সামগ্রী উঠানো, নামানোতে/ বাস, ট্রেন ও বিমানে আসা যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে, বিয়ে এবং অন্ত্যেষ্টিতে মহকুমা শাসকের অনুমতি থাকতে এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে না। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিকলাঙ্গ তাসলিমার ভাতা চাইলেন তার মা ও বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর।। জন্মসূত্রেই বিকলাঙ্গ তাসলিমা আক্তার। ৮০ শতাংশ বিকলাঙ্গ হওয়ার পরেও দীর্ঘদিন ধরে আবেদন-নিবেদন করে তাসলিমার জন্য ভাতা পায়নি তার বাবা ও মা। ঘটনা জম্পুইজলা মহকুমার প্রমোদনগরে। তার পিতা সৈয়দ আলী জানান জম্পুইজলা সিডিপিও অফিসে কয়েকবার তার মেয়ের জন্য যথারীতি সমস্ত কাগজপত্রসহ আবেদন জমা দিয়েছেন কিন্তু কোন অজানা কারণে তার মেয়ের ভাতা হচ্ছে না সেটা বলা খুবই মুশকিল। তার বাবা অফিসে জানতে চাইলে কর্মকর্তারা জানান তাসলিমার ভাতা হবে তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে তার বাবা অভিযোগ তার মেয়ে কানে শুনতে পায় না, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, হাত দিয়ে কোন কাজকর্ম করতে পারেনা, পড়তে পারে না শুধু লিখতেই পারে। তার এই কঠিন মুহূর্তে সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা যদি তার মেয়ে না পায় তাহলে অসহায় মেয়েকে নিয়ে ভিষন সমস্যায় জীবন কাটাতে হবে তাকে। তার জন্য রাজ্য সরকার ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট তাসলিমার মা ও বাবার আবেদন অবিলম্বে যেন তার মেয়ের ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এই কঠিন পরিস্থিতির মুহূর্তে তার মেয়ে তাসলিমার সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা হয় কিনা এর জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সেটা সময় বলবে।

৩৭ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৬৬,৩৩৩ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ থামার কোনও লক্ষণ দেখাই যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩৭ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭,৬৯,৫২৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৭৮,৩৫৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৬,৩৩৩ জন এবং মোট সংক্রমিত ৩৭,৬৯,৫২৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৯,০১৯,০৯ জন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহাশ্মশানের শুভ উদ্বোধন বিশালগড় আমবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় আমবাগানস্থিত মহাশ্মশানের শুভ উদ্বোধন করা হলো বুধবার দুপুরে। বুধবার দুপুরে মহাশ্মশানের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয় বিশালগড় পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন হাত ধরে। শ্মশান প্রাঙ্গণে নির্মিত হয় একটি শিব মন্দিরও। ফিতা কেটে মন্দিরের উদ্বোধন করেন চেয়ারপারসন রুপালি দে। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রান্তোষ সাহা ও তার পরিবারের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয় বিশালগড় মহাশ্মশানটি।বহুদিন যাবৎ বিশালগড় শ্মশানে কোন শবদেহ সৎকার করতে হলে নানান সমস্যায় ভুগতে হতো সাধারণ জনগনকে এবং সৎকার এর কাজে আসা মানুষদের।সামান্য বৃষ্টি থাকলেও শবদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।শবদাহের কাজে আসা আত্মীয় পরিজনদের বসা বা থাকার মতো কোন ভবন ছিলো না।নিয়ে যেতে হতো শবদেহ অন্যত্র।বর্তমানে মানুষের আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।মহাশ্মশানে বড় একটি পাকা ভবন এমনকি জলের সুবিধা সহ একটি শীব মন্দিরের উদ্বোদন

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।